মরেও অমর হওয়ার প্রচেষ্টা

মূলঃ শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদঃ শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান আল-মাদানী

اتْرُكْ أَثَرًا قَبْلَ الرَّحِيْلِ

মরেও অমর হওয়ার প্রচেষ্টা

মূলঃ শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদঃ
শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান আল-মাদানী

সম্পাদনায়ঃ
শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية ، حفر الباطن

বাদশাহ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র
পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫
কে, কে, এম, সি. হাফর আল-বাতিন ৩১৯৯১

মরেও অমর হওয়ার প্রচেষ্টা

মূল: শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদঃ শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান আল-মাদানী

লেখক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ

বাদশাহ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পো: বক্স নং ১০০২৫ ফোন: ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্স: ০৩-৭৮৭৩৭২৫

মোবাইল: ০০৯৬৬-৫৫৭০৪৯৩৮২ ই-মেইল: Mmiangi9@gmail.com

Mrhaa_123@hotmail.com / Mmiangi@yahoo.com

Mostafizur.rahman.miangi@skype.com & nimbuzz.com

www.mostafizbd.wordprees.com

কে, কে, এম, সি. হাফর আল-বাতিন ৩১৯৯১

সম্পাদনা:

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৩

সূচীপত্রঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
অভিমত	৮
অনুবাদকের কথা	৯
লেখকের কথা	১১
সীমিত লাভ ও ব্যাপক লাভের মাঝে পার্থক্য	১৩
কোন্‌টি ভালো? ব্যাপক লাভ না কি সীমিত লাভ	১৩
অন্যের ফায়েদা করা নবী ও রাসূলদের বৈশিষ্ট্য	১৪
ব্যাপক ফায়েদার সাওয়াব যে বেশি কুর'আন ও হাদীস থেকে তার প্রমাণ	১৭
ব্যাপক লাভজনক কিছু আমল	২৯
১. আল্লাহ্‌'র দিকে মানুষকে আহ্বান করা	২৯
২. মানুষকে লাভজনক জ্ঞান শিক্ষা দেয়া	৩০
পশুরা কেন এক জন আলিমের জন্য ইস্তিগ্‌ফার করে?	৩৪
কোন্‌টি উত্তম? ইবাদাত করা না কি প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিখা ও শিখানোয় ব্যস্ত থাকা?	৩৫
৩. আল্লাহ্‌'র পথে জিহাদ করা	৩৬
৪. আল্লাহ্‌'র রাস্তায় পাহারাদারি করা	৩৮
মোসলমানদের পাহারাদারি করতে গিয়ে 'আব্বাদ বিন বিশর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি চমৎকার ঘটনা	৩৯
৫. মসজিদ নির্মাণ	৪০
৬. অন্যের কল্যাণ কামনা করা	৪২
৭. মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করা	৪৪
৮. কারোর জন্য সুপারিশ ও মযলুমের সহযোগিতা করা	৪৮
৯. মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা, তাদের কাজগুলো করে দেয়া ও বিপদের সময় তাদের সহযোগিতা করা	৫০
১০. ফকির ও দরিদ্রকে সাদাকা করা দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম	৬২

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠাঃ**

সাদাকা সাদাকাকারীর শরীরকে হিফাযত করে তথা তাকে সকল বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে..... ৬৪
এ যুগের একটি বিশেষ ঘটনা যাতে সাদাকা'র আশ্চর্য ফল প্রকাশ পেয়েছে ৬৫
১১. উত্তম ঋণ ও সঙ্কটে পড়া ব্যক্তিকে কিছু সময় আরো বাড়িয়ে দেয়া ৬৬
১২. কাউকে খানা খাওয়ানো ৬৭
১৩. এতীমদের প্রতি দয়া করা..... ৬৯
১৪. বিধবা ও দরিদ্রদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা..... ৭১
১৫. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করা ৭২
১৬. স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ করা..... ৭৪
১৭. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ৭৫
১৮. গরীব-দুঃখীদের খবরাখবর নেয়া..... ৭৭
১৯. মানুষের চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক যে কোন বস্তু সরিয়ে দেয়া ৭৮
২০. এমন কাজের মাধ্যমে মানুষের উপকার করা যা সাধারণ দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও তার সাওয়াব আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অনেক বেশি ৭৯
মানুষের ফায়েদা কখনো একটি বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমেও হতে পারে..... ৮১
মানুষের ফায়েদা কখনো দো'আর মাধ্যমেও হতে পারে..... ৮১
রাস্তা-ঘাটেও মানুষের ফায়েদা করার চেষ্টা করা..... ৮২
২১. পশুদের প্রতি দয়া করা ৮২
মৃত্যুর পরও যা বাকি থাকবে ৮৪
ক. ঈমান ও সৎকর্মশীলতা..... ৮৪
খ. ভালো আদর্শ ৮৬
গ. লাভজনক জ্ঞান, চলমান সাদাকা ও নেককার সন্তান যে নিজ পিতা-মাতার জন্য দো'আ করবে ৮৮

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠাঃ**

ঘ. মানুষের মতো মানুষ তৈরি করা ৯৩
আবূ হানীফাহ (রাহিমাহুল্লাহ্) ও তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আবূ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ্). ৯৬
এক জন আলিম নিজ ছাত্রদেরকে এমনভাবে তৈরি করবেন যেন তারা ভবিষ্যতে বড় বড় আলিম হতে পারে। আর তা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতেই সম্ভব ৯৭
ঙ. ইসলামের ফায়েদার জন্য ওয়াক্ফ..... ৯৮
ওয়াক্ফ জায়িয হওয়ার প্রমাণ..... ৯৯
পরিশিষ্ট..... ১০২

অভিমতে

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
৩০/১১/১১

অনুবাদকের কথাঃ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্য যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের সঠিক পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতিও রইলো অসংখ্য সালাম।

মানুষ বলতেই সে মরেও সর্বদা মানুষের মাঝে অমর হয়ে থাকতে চায়। তা যে হওয়া যায় না কিংবা হওয়া অসম্ভব তাও কিন্তু নয়। বরং দুনিয়ার অনেকেই আজ মরেও অমর হয়ে আছেন। যেমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের অনুসারীরা যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য এবং সৎকর্মের প্রচার ও প্রসার করে মানুষের মাঝে আজও অমর হয়ে আছেন। তেমনিভাবে শয়তান ও তার অনুসারীরা আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের অনুসারীদের বিরোধিতা ও তাঁদেরকে প্রতিরোধ করার ষড়যন্ত্র এমনকি শরীয়ত বিরোধী হরেক রকমের অপকর্মের প্রচার ও প্রসার করে মানুষের মাঝে আজও অমর হয়ে আছে। তা হলে কেউ ভালো কাজ করে অমর। আবার কেউ খারাপ কাজ করেও অমর। তবে আমাদের জানতে হবে যে, কীভাবে এক জন মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকলে দুনিয়ার সম্মানের পাশাপাশি আখিরাতের মর্যাদাও পেতে পারে। তাই এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে নিজে জানা ও অন্যকে জানিয়ে দেয়ার স্বার্থেই বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি অনুবাদের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। পুস্তিকাটি পড়ে সবাই কিছুটা হলেও দিক নির্দেশনা পেলে আমার শ্রমখানা সার্থক হবে বলে আমি আশা করি।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমতো এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে অন্ততপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ 'আল্লামাহ্ নাসেরুদ্দীন আল্বানী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার

সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ বিন্যাস ও ভাষাগত কিছু না কিছু ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন অনুবাদকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য যথার্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হলো আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী আল-মাদানী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জন্য এ কাজটিকে জান্নাতে যাওয়ার অসিলা বানিয়ে দিন। উপরন্তু তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

অনুবাদক

লেখকের কথা:

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সর্ব জাহানের প্রতিপালক। তেমনিভাবে সকল সালাত ও সালাম সর্ব শ্রেষ্ঠ রাসূল আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর।

নিশ্চয়ই সর্ব শ্রেষ্ঠ আমল যা করলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলাও বেশি খুশি হন তা হলো যে আমলের ফায়েদা অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায়। আর তা এ জন্য যে, তার লাভ, পুণ্য ও সাওয়াব শুধু আমলকারীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তা অন্য মানুষ পর্যন্তও পৌঁছায় এমনকি পশু পর্যন্তও। যার ফলে এর ফায়েদা ব্যাপকরূপ ধারণ করে।

মানুষের নেক আমলের মাঝে যা বেশি লাভজনক তা হলো যার সাওয়াব আপনি পেতে থাকবেন; অথচ আপনি নিজ কবরে একা ও নির্জনে শায়িত। তাই এক জন মোসলমানের উচিত হবে তার মৃত্যুর পূর্বে এ দুনিয়াতে এমন কিছু আমল রেখে যাওয়ার সর্বাধিক চেষ্টা করা যা কর্তৃক মানুষ তার মৃত্যুর পরও লাভবান হবে এমনকি সে নিজেও লাভবান হবে তার কবরে ও আখিরাতে। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠].

"তোমরা যা কিছু কল্যাণ নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাবে তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরো উত্তম ও বড় পুরস্কার আকারে অবশ্যই পাবে"। (আল-মুয্যাম্মিল: ২০)

জনৈক কবি বলেন:

وَكُنْ رَجُلاً إِنْ أَتَوْا بَعْدَهُ يَقُوْلُوْنَ مَرَّ وَهَـذَا الْأَثَرُ .

"তুমি এমন হওয়ার চেষ্টা করো যার মৃত্যুর পর অন্যরা বলবে: লোকটি চলে গেছে ঠিকই। তবে তার এ অবদানটুকু তাকে অবশ্যই অমর করে রেখেছে"।

আমি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির অনেকগুলো দিক উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাওফীক ও সঠিকতা কামনা করছি।

মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ

সীমিত লাভ ও ব্যাপক লাভের মাঝে পার্থক্যঃ

ব্যাপক লাভ বলতে এমন কাজকে বুঝানো হয় যার লাভ অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায়। চাই সে লাভটি আখিরাত সম্পর্কিত হোক যেমনঃ শিক্ষা দান ও কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আহ্বান করা ইত্যাদি অথবা দুনিয়াগত যেমনঃ কারোর প্রয়োজন পূরণ ও মযলুমকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

আর সীমিত লাভ বলতে এমন কাজকে বুঝানো হয় যার লাভ ও পুণ্য আমলকারীর সাথেই সীমাবদ্ধ। যেমনঃ রোযা, নামায ও ই'তিকাফ ইত্যাদি।

কোন্‌টি ভালো? ব্যাপক লাভ না কি সীমিত লাভঃ

ফিক্বহ্‌বিদরা এ কথাটি খুবই সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ব্যাপক লাভ তথা যা অন্য পর্যন্ত পৌঁছায় তা অনেক ভালো ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে।

এ জন্য তাঁদের কেউ কেউ বলেছেনঃ সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদাত হলো যার ফায়েদা বেশি। কারণ, কুর'আন ও হাদীসে মানুষের স্বার্থ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকা এমনকি তাদেরকে নিরন্তর লাভবান করা ও তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করার চেষ্টা চালানোর বিশেষ ফযীলত সংক্রান্ত বহু বাণী রয়েছে। যার কিয়দংশ নিচে দেয়া হলো।

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ .

"এক জন আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব এক জন ইবাদাতকারীর উপর যেমন চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের উপর"।

(আবূ দাউদ ৩৬৪১ স্বা'হী'হুল-জামি' ৪২১২)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আলী বিন আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেনঃ

لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ .

"তোমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা যদি একটি লোককেও হিদায়াত দেন তা হলে তা তোমার জন্য সর্বোত্তম অনেকগুলো লাল উট পাওয়ার

চেয়েও"। (মুসলিম ৩৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا .

"যে ব্যক্তি কাউকে হিদায়াতের দিকে ডাকলো তার ততটুকু সাওয়াব হবে যতটুকু সাওয়াব হবে তার অনুসারীদের। তবে তাদের সাওয়াব থেকে এতটুকুও কম করা হবে না"। (মুসলিম ২৬৭৪)

এক জন ব্যক্তিগত ইবাদাতকারী যখন মারা যায় তখন তার আমলটুকু বন্ধ হয়ে যায়। অপর দিকে এক জন ব্যাপক লাভজনক ব্যক্তি মারা গেলেও তার আমল কখনোই বন্ধ হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে পাঠিয়েছেন মানুষের প্রতি দয়া, তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো উপরন্তু তাদের ইহপরকালের কল্যাণ করার জন্য। তাদেরকে কখনো মানুষ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ ঘরে একাকী বসে থাকার জন্য পাঠানো হয়নি। এ জন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওদেরকে নিন্দা করেছেন যারা মানুষের সাথে না মিশে একাকী ইবাদাত করতে চায়। (বুখারী ৪৭৭৬ মুসলিম ৫)

এ ব্যাখ্যা কেবল সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে। এর মানে এ নয় যে, সকল ব্যাপক লাভজনক আমল সকল ব্যক্তিগত আমলের চেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট। বরং নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি মূলতঃ ব্যক্তিগত আমল। তারপরও সেগুলো অবশ্যই ইসলামের মৌলিক কাজ ও স্তম্ভই বটে।

এ জন্যই কোন কোন আলিম বলেছেন: "সর্বোত্তম ইবাদাত হলো সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা"। (মাদারিজুস-সালিকীন: ১/৮৫-৮৭)

অন্যের ফায়েদা করা নবী ও রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য:

ব্যাপক লাভ নবী ও রাসূলগণের একমাত্র পথ। এমনকি তা তাঁদের পথে চলা ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের একান্ত কর্মও বটে। তাঁরা

সর্বদা মানুষেরই ফায়েদা কামনা করেন। মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার পথ দেখান। এমনকি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর তা একমাত্র তাওহীদের দা'ওয়াতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে যা ব্যতিরেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন সুখ ও সম্মানই কামনা করা যায় না।

নবী ও রাসূলগণের মানুষের কল্যাণ করা শুধু আখিরাতের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা দুনিয়ার ব্যাপারেও।

* ইউসুফ عليه السلام একদা মিশর সরকারের ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ﴾ [يوسف: ٥٥] .

"ইউসুফ বললো: আমাকে এ দেশের ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিন। আমি নিশ্চয়ই এর উত্তম রক্ষক ও এ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী"। (ইউসুফ: ৫৫) .

যার ফলে প্রচুর কল্যাণ ও লাভ হয়েছিলো এবং দীর্ঘ অনেকগুলো বছরের টানা দুর্ভিক্ষের ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছিলো।

* মূসা عليه السلام যখন মাদইয়ান এলাকার কুয়ার নিকট পৌঁছালেন তখন তিনি সেখানে অনেকগুলো মানুষকে নিজেদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে দেখেছেন। এ দিকে তাদের পেছনে ছিলো অসহায় দু'টি মেয়ে। তারা নিজেদের ছাগলগুলোকে পানি পান করাতে পারছিলো না। তাই তিনি কুয়ার মুখ থেকে পাথরটি উঠিয়ে তাদের ছাগলগুলোকে পানি পান করিয়ে দেন।

* এ দিকে আমাদের প্রিয় নবী মু'হাম্মাদ্ صلى الله عليه وسلم এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন:

كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْـمَعْدُوْمَ وَتَقْرِيْ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْـحقِّ .

"আল্লাহ্ তা'আলার কসম! তা হতেই পারে না। আপনাকে আল্লাহ্

তা'আলা কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ, আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। মানুষের দায়ের বোঝা বহন করেন। দরিদ্রদের কামাইয়ের ব্যবস্থা করেন। মানুষের মেহমানদারি করেন এমনকি তাদের সকল বিপদাপদ লাঘবের অধিকারটুকুও আপনি আদায় করেন"। (বুখারী ৩)

আর তাঁদের দেখানো সঠিক পথেই চলেছেন সাহাবী ও সর্ব যুগের নেককারগণ:

* আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও গরীবদেরকে সহযোগিতা করতেন। এ জন্য যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করলো তখন মূর্তিপূজারী ইবনুদ্দাগিনাহ্ তাঁকে বললো:

إِنَّ مِثْلَكَ لاَ يَخْرُجُ، وَلاَ يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْـمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِيْ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْـحقِّ .

"আরে, আপনার মতো ব্যক্তি এখান থেকে বের হতে পারেন না কিংবা আপনাকে এখান থেকে বের করে দেয়া যেতে পারে না। কারণ, আপনি দরিদ্রদের কামাইয়ের ব্যবস্থা করেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। মানুষের দায়ের বোঝা বহন করেন। মানুষের মেহমানদারি করেন এমনকি তাদের সকল বিপদাপদ লাঘবের অধিকারটুকুও আপনি আদায় করেন"। (বুখারী ২১৭৫)

* 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বিধবাদের খবরাখবর নিতেন। এমনকি তাদের জন্য রাতের অন্ধকারে পানির ব্যবস্থা করতেন।

* 'আলি বিন্ 'হুসাইন (রাহিমাহুল্লাহ্) রাতের অন্ধকারে দরিদ্রদের ঘরে ঘরে রুটি পৌঁছিয়ে দিতেন। যখন তিনি মারা যান তখন তা বন্ধ হয়ে গেলো।

ইব্নু ইস'হাক্ব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: মদীনার কিছু সংখ্যক লোক খুব ভালোভাবেই জীবন যাপন করছিলো। তারা জানতো না তাদের খাদ্যদ্রব্য কোথা থেকে আসছে। যখন 'আলী বিন 'হুসাইন (রাহিমাহুল্লাহ্) মৃত্যু বরণ করলেন তখন তারা আর সে জিনিসগুলো পেতো না যা

ইতিপূর্বে তাদের নিকট রাতের অন্ধকারে আসতো।

(সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা': ৪/৩৯৩)

এভাবেই এ উম্মতের নেককার লোকেরা যখনই মানুষের কোন ফায়েদা করার সুযোগ পেতেন তখনই তাঁরা তা করতে পেরে অত্যন্ত খুশি হতেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের সে দিনকে সর্বোত্তম দিন বলেও মনে করতেন।

* সুফইয়ান সাউরী (রাহিমাহুল্লাহ্) যখন তাঁর ঘরের দরজায় কোন ভিক্ষুককে দেখতেন তখন তিনি নিজ মন খুলে বলতেন:

مَرْحَبًا بِمَنْ جَاءَ يَغْسِلُ ذُنُوْبِيْ .

"ওই ব্যক্তিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমার গুনাহগুলোকে ধুয়ে দিতে এসেছে"।

* ফুযাইল বিন 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলতেন:

نِعْمَ السَّائِلُوْنَ، يَحْمِلُوْنَ أَزْوَادَنَا إِلَى الْآخِرَةِ، بِغَيْرِ أُجْرَةٍ حَتَّى يَضَعُوْهَا فِيْ الْمِيْزَانِ .

"ভিক্ষুকরা যে কতোই না ভালো! তারা আমাদের খাদ্যসামগ্রী আখিরাতের দিকে বিনা খরচে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তারা শেষ পর্যন্ত তা আমাদের পাল্লায় রাখবে"।

ব্যাপক ফায়েদার সাওয়াব যে বেশি কুর'আন ও হাদীস থেকে তার প্রমাণ:

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلْعَصْرِ ۝١ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ۝٣ ﴾ [العصر: ١ – ٣]

"সময়ের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তবে যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়"।

(আল-'আস্‌র: ১-৩)

আল্লামাহ্ সাদি (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা সময়ের কসম খেয়েছেন। যা মূলতঃ দিন ও রাতের সমষ্টি। যা মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের আধারও বটে। তিনি সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন: নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তবে যার মাঝে নিচের চারটি গুণাবলী পাওয়া যাবে সে নয়। যা নিম্নরূপ:

ক. আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয়ে ঈমান আনতে বলেছেন সে বিষয়ে ঈমান আনা।

খ. নেক আমল করা। এটি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কল্যাণকর কাজকর্মকেই শামিল করে। যার সম্পর্ক মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বান্দাহ্দের সাথে। তা ওয়াজিব হোক কিংবা মুস্তাহাব।

গ. পরস্পরকে সত্য তথা ঈমান ও নেক আমলের উপদেশ দেয়া। মানে, একে অপরকে এ ব্যাপারে উপদেশ দিবে, উৎসাহিত করবে ও সাহস জোগাবে।

ঘ. আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য, তাঁর অবাধ্য হওয়া থেকে দূরে থাকা ও তাঁর কষ্টদায়ক ফায়সালার উপর ধৈর্য ধারণ করার ব্যাপারে একে অপরকে উপদেশ দেয়া।

এগুলোর প্রথম দু'টির মাধ্যমে মানুষ নিজকে পরিপূর্ণ করে এবং অপর দু'টির মাধ্যমে সে অন্যকে পরিপূর্ণ করে। আর এ চারের পরিপূর্ণতার মাধ্যমেই সে ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে বেঁচে মহান সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। (তাইসীরুল-কারীমির-রাহ্মান: ৯৩৪)

তা হলে বুঝা গেলো, মানুষের সার্বিক ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে বাঁচা অন্যের ফায়েদা করা তথা তাকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত।

২. নবী ﷺ এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো যে অন্যের ফায়েদায় আসে।

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ আল-আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

الْـمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ

النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“এক জন মু’মিন সে নিজেও অন্যদের সাথে মিলেমিশে চলবে এবং অন্যরাও তার সাথে মিলেমিশে চলবে। তার মধ্যে সত্যিই কোন কল্যাণ নেই যে নিজেও অন্যদের সাথে মিলেমিশে চলে না এবং অন্যরাও তার সাথে মিলেমিশে চলে না। আর মানুষের মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হলো সে যে অন্যের ফায়েদায় আসে”।

(ত্বাবারানী/আওসাত্ব ৫৯৪৯ সিলসিলাতুল-আ‘হাদীসিস্ব-স্বা‘হী‘হাহ্: ৪২৬)

হাদীস ব্যাখ্যাকার ‘আল্লামাহ্ মুনাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ .

মানে, যে মানুষকে নিজ সম্পদ ও প্রতিপত্তির মাধ্যমে উপকৃত করবে। আর তারাই হলো সত্যিকারার্থে আল্লাহ্ তা‘আলার বান্দাহ্। তেমনিভাবে মানুষের মধ্যকার সবচেয়ে আল্লাহ্ তা‘আলার প্রিয় বান্দাহ্ হলো যে মানুষের সর্বাধিক ফায়েদায় আসে। সে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার যে কোন উপকার করে কিংবা তাদের উপর থেকে যে কোন বিপদ দূর করে। তবে ধর্মীয় লাভ সবচেয়ে সম্মানজনক ও স্থায়ী। (ফাইযুল-ক্বাদীর: ৩/৪৮১)

ইমাম ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: মানুষের বুদ্ধি, ধর্ম, স্বভাব এমনকি তাদের সকল ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ার সমূহ জাতির অভিজ্ঞতাও এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা‘আলার নৈকট্য ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ সমুদয় কল্যাণের আধার। আর এর বিপরীতটি সমুদয় অনিষ্টের আধারই বটে। মূলতঃ আল্লাহ্ তা‘আলার কোন নিয়ামত কিংবা তাঁর কোন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়নি তাঁর আনুগত্য ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়ার ন্যায় অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে। (আল-জাওয়াবুল-কাফী: ৯)

৩. আব্দুল্লাহ্ বিন্ ‘উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُوْرٌ

تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِيْ عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِيْ فِيْ حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِيْ هَذَا الْـمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ الْـمَدِيْنَةِ شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيْهِ فِيْ حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْأَقْدَامُ .

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মানুষের মধ্যকার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হলো যে অন্য মানুষের ফায়েদায় আসে। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বপ্রিয় আমল হলো কোন মুসলিমকে খুশি করা, তাকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করা, তার কোন ঋণ পরিশোধ করা এবং তার খিদা দূর করা। আমার কোন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সাথে এতটুকু হাঁটা আমার নিকট অনেক প্রিয় এ মদীনার মসজিদে এক মাস ই'তিকাফ থাকার চেয়েও। যে ব্যক্তি নিজ রাগকে দমন করতে পেরেছে আল্লাহ্ তা'আলা তার দোষকে ঢেকে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজ রাগকে গিলে ফেলেছে; অথচ সে চাইলে তা প্রয়োগ করতে পারতো তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা দিয়ে ভরে দিবেন। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মেটানো পর্যন্ত তার সাথে হেঁটেছে আল্লাহ্ তা'আলা তার পা-কে পুল-স্বিরাতের উপর স্থির করে দিবেন যে দিন সকল পা পিছলে যাবে"।

(ইব্নু আবিদ্দুন্ইয়া/ক্বাযাউল-'হাওয়ায়িজ ৩৬ আত-তারগীব ২৬২৩)

রাসূল ﷺ এর বাণী:

وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِيْ فِيْ حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِيْ هَذَا الْـمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ الْـمَدِيْنَةِ شَهْرًا .

"আমার কোন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সাথে এতটুকু

হাঁটা আমার নিকট অনেক প্রিয় এ মদীনার মসজিদে এক মাস ই'তিকাফ থাকার চেয়েও"। কারণ, ই'তিকাফের ফায়েদা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর মানুষের প্রয়োজন পূরণে হাঁটার ফায়েদা অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায়। যা মানুষের জন্য অবশ্যই লাভজনক।

শাইখ মু'হাম্মাদ বিন স্বালিহ্ আল-'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ্) কে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো, এক জন ই'তিকাফকারীর জন্য মোসলমানদের প্রয়োজন পূরণার্থে কারোর সাথে টেলিফোন আলাপ করা কি জায়িয?

উত্তরে তিনি বললেন: হ্যাঁ। এক জন ই'তিকাফকারীর জন্য মোসলমানদের যে কোন প্রয়োজন পূরণার্থে টেলিফোনে আলাপ করা জায়িয। যদি টেলিফোন কিংবা মোবাইল সেটটি মসজিদের ভেতরেই থাকে। কারণ, সে তো মসজিদ থেকে বের হচ্ছে না। আর যদি টেলিফোন সেটটি মসজিদের বাইরে থাকে তা হলে সে মসজিদ থেকে বের হবে না। আর যদি ব্যাপারটি এমন হয় যে, তাকে দিয়েই মোসলমানদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করা হয় তা হলে তার জন্য ই'তিকাফে বসা উচিৎ হবে না। কারণ, মোসলমানদের প্রয়োজন পূরণ করা ই'তিকাফের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু, এর ফায়েদা সত্যিই ব্যাপক। আর ব্যাপক ফায়েদা সীমিত ফায়েদার চেয়ে অনেক উত্তম। যতক্ষণ না সীমিত ফায়েদাটি ইসলামের কোন বিশেষ কিংবা ওয়াজিব কাজ হয়। (মাজ্মূ'উ ফাতাওয়া ইব্নি 'উসাইমীন: ২০/১২৬)

৪. জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

"এক জন মোসলমান কোন কিছু রোপণ করলে তা থেকে যদি কোন মানুষ, পশু কিংবা পাখি খায় তা হলে তা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সাদাকা হয়ে থাকবে"। (মুসলিম ১৫৫৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً .

"কোন মোসলমান কোন কিছু রোপণ করলে তা থেকে যা খাওয়া হবে তা তার জন্য সাদাকা হবে। তা থেকে যা চুরি করে নেয়া হবে তাও তার জন্য সাদাকা হবে। উপরন্তু তা থেকে কোন হিংস্র পশু খেলেও তা তার জন্য সাদাকা হবে। তেমনিভাবে কোন পাখি খেলেও তা তার জন্য সাদাকা হবে। এমনকি কেউ কোনভাবে তা কমিয়ে দিলে কিংবা নিয়ে নিলেও তা তার জন্য সাদাকা হবে"। (মুসলিম ১৫৫২)

আবূদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা দামেশক এলাকায় কোন কিছু রোপণ করছিলেন। আর এমতাবস্থায় তাঁর কাছ দিয়ে জনৈক ব্যক্তি যাওয়ার সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো: আপনিও কি এ জাতীয় কাজ করছেন; অথচ আপনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এক জন বিশিষ্ট সাহাবী। তখন তিনি তাকে বললেন: আরে, থামো। একটি কথা শুনো। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ وَلاَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً .

"যে ব্যক্তি কোন কিছু রোপণ করলো। আর তা থেকে কোন মানুষ কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন সৃষ্টি খেলো তা হলে তা তার জন্য সত্যিই সাদাকা হয়ে যাবে"।

(আহ্মাদ্ ২৭৫৪৬ সা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৬০০)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত হাদীসগুলোতে কোন কিছু রোপণ ও ফসল ফলানোর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আর যারা এ কাজ করবে তাদের সাওয়াবও চালু থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত গাছ ও

ফসল বিদ্যমান থাকবে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যদি এ থেকে কোন কিছু জন্ম নেয় তার সাওয়াবও তার আমলনামায় পৌঁছাবে।

উক্ত হাদীসে আরো বলা হয়েছে, এক জন মানুষকে তার চুরি হয়ে যাওয়া কিংবা পশু ও পাখি কর্তৃক বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের জন্যও সাওয়াব দেয়া হবে।

এ জন্যই ইমাম নাওয়াওয়ী সহ আরো কিছু কিছু আলিম ব্যবসা ও শিল্প কারখানার উপর চাষাবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, এর ফায়েদা অনেক বেশি। এর ফায়েদা মানুষ, পশু, পাখি এবং কীটপতঙ্গকেও শামিল করে। (ইমাম নাওয়াওয়ীর মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ: ৫/৩৯৬)

৫. মানুষের যে কোন কল্যাণই করা হোক না কেন তা সবই সাদাকাহ্:

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ .

"প্রত্যেক ভালো কাজই সাদাকাহ্"। (বুখারী ৫৬৭৫)

আবূ যর গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله! مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّكْبِيْرُ، وَسُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَسْتَغْفِرُ الله، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ، وَتَهْدِيْ الْأَعْمَى، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَمِلْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيْثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيْفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ

أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَكَ فِيْ جِمَاعِكَ زَوْجَتَكَ أَجْرٌ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: كَيْفَ يَكُوْنُ لِيْ أَجْرٌ فِيْ شَهْوَتِيْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَمَاتَ أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ، قَالَ: فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ هَدَاهُ، قَالَ: فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ كَانَ يَرْزُقُهُ، قَالَ: كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِيْ حَلاَلِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ فَإِنْ شَاءَ أَحْيَاهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ وَلَكَ أَجْرٌ .

"প্রতিটি মানুষকেই প্রতি দিন অবশ্যই সাদাকাহ্ দিতে হবে। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমি কোত্থেকে সাদাকাহ্ দেবো? আমাদের কাছে তো কোন সম্পদ নেই। তিনি বললেন: বস্তুতঃ সাদাকাহ্'র কয়েকটি পন্থা রয়েছে। তাকবীর বা আল্লাহু আকবার তথা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা করা সাদাকাহ্। "সুব্'হানাল্লাহ্" তথা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা আরেকটি সাদাকাহ্। "আল্'হাম্দুলিল্লাহ্" তথা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা আরেকটি সাদাকাহ্। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" তথা আল্লাহ্ তা'আলার তাও'হীদের ঘোষণা দেয়া আরেকটি সাদাকাহ্। "আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্" তথা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাওয়া আরেকটি সাদাকাহ্। কাউকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা আরেকটি সাদাকাহ্। মানুষের চলার পথ থেকে কাঁটা, হাড় ও পাথর সরিয়ে দেয়া আরেকটি সাদাকাহ্। অন্ধকে পথ দেখানো এবং বধির ও বোবাকে কোন কিছু বুঝানোর জন্য উচ্চস্বরে শুনিয়ে বলা আরেকটি সাদাকাহ্। কোন প্রয়োজন পূরণের পথ অনুসন্ধানীকে তোমার জানা মতো সঠিক পথটি দেখিয়ে দেয়া আরেকটি সাদাকাহ্। কোন বিপদে পড়া আর্তনাদকারীর সহযোগিতার জন্য নিজের দু' পায়ের শক্তি দিয়ে দৌড়ে যাওয়া আরেকটি সাদাকাহ্। তেমনিভাবে তোমার দু' হাতের শক্তি দিয়ে কোন দুর্বলের বোঝা উঠিয়ে দেয়া আরেকটি সাদাকাহ্। এ সবগুলো তোমার

পক্ষ থেকে সাদাকাহ্ করার কয়েকটি পন্থা।

এমনকি তোমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার মধ্যেও তোমার সাওয়াব রয়েছে। আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমার চাহিদা পূরণ করছি এরপরও তাতে সাওয়াব কিসের? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমার কী মনে হয় বলো তো, তোমার যদি কোন সন্তান থাকে। আর সে বড় হওয়ার পর তুমি তার কাছ থেকে কল্যাণের আশা করছো। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে তুমি কি তাতে কোন সাওয়াবের আশা করো? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তুমি কি তাকে সৃষ্টি করেছো? বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন: তুমি কি তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছো? বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তো তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তিনি বললেন: তুমি কি তাকে রিযিক দিয়েছো? বরং আল্লাহ্ তাআলাই তো তাকে রিযিক দিয়েছেন। তিনি বললেন: তেমনিভাবে তুমি তোমার বীর্যকে হারাম জায়গায় না রেখে হালাল জায়গায় রাখো। আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে তাতে জীবন দিবেন না হয় মৃত্যু দিবেন। আর তাতে তোমার সাওয়াব হয়ে যাবে"।

(ইব্নু 'হিব্বান ৩৩৭৭ আহ্মাদ্ ২১৫২২ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস্ব-স্বা'হী'হাহ্ ৫৭৫)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ .

"মানুষের শরীরের প্রতিটি জোড়ার বিপরীতে তাকে অবশ্যই প্রতি দিন সাদাকাহ্ দিতে হবে। দু' জনের মাঝে ইনসাফ ভিত্তিক ফায়সালা করা সাদাকাহ। কাউকে তার উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে দেয়া কিংবা তার আসবাবপত্র তার উঠের পিঠে উঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাকে

সহয়োগিতা করাও সাদাকাহ্। ভালো ও নেকির কথা বলা সাদাকাহ্। নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় প্রতিটি কদম নিক্ষেপ করাও সাদাকাহ। এমনকি রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও সাদাকাহ"। (বুখারী ২৮২৭)

৬. মানুষের ফায়েদা করার চেষ্টা করা জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম:

আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তখন তিনি বললেন:

إِيْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلاَهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، قُلْتُ: فَإِنْ لَـمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِيْنُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، قُلْتُ: فَإِنْ لَـمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ .

"আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনা ও তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি বললাম: কোন্ গোলামটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: যার মূল্য বেশি ও তার মালিকের নিকট যে গোলামটি অত্যধিক প্রিয়। আমি বললাম: আমি যদি তা না পারি? তিনি বললেন: কোন পেশাধারীর সহযোগিতা করবে কিংবা কোন পেশাহীন ব্যক্তির কামাইয়ের ব্যবস্থা করে দিবে। আমি বললাম: আমি যদি তা না পারি? তিনি বললেন: অন্ততপক্ষে মানুষকে তোমার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে তা হলে এটাও তোমার জন্য সাদাকাহ্ হবে"। (বুখারী ২৩৮২)

আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! কোন্ বস্তুটি বান্দাহ্কে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে? তিনি বললেন: আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! ঈমানের সাথে কোন আমলও আছে কি? তিনি বললেন: আল্লাহ্'র দেয়া রিযিক থেকে সে মানুষকে কিছু দান করবে।

আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! যদি লোকটি দরিদ্র হয়। তার কাছে দান করার মতো কোন কিছুই না থাকে? তিনি বললেন: সে অন্যকে ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! সে যদি অজ্ঞ কিংবা অক্ষম হয়। সে অন্যকে ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে না পারে? তিনি বললেন: সে কোন পেশাহীন মূর্খের কামাইয়ের ব্যবস্থা করবে। আমি বললাম: সে যদি নিজেও মূর্খ হয় কোন পেশাই তার জানা না থাকে? তিনি বললেন: তা হলে সে কোন মাযলুমকে সহযোগিতা করবে। আমি বললাম: সে যদি দুর্বল হয় কোন মাযলুমকেও সহযোগিতা করতে না পারে? তিনি বললেন: বস্তুতঃ তুমি তোমার সাথীর মাঝে কোন কল্যাণই রাখতে চাও না। তা হলে সে মানুষকে কষ্ট দিবে না। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! সে এ কাজটি করলে কি জান্নাতে যেতে পারবে? তিনি বললেন: কোন মোসলমান এ কাজগুলোর কোনটি করলে সে কাজটি তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিবে। (ত্বাবারানী/আওসাত্ব ৫০৮১ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ৮৭৬)

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ কে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন:

إِدْخَالُكَ السُّرُوْرَ عَلَى مُؤْمِنٍ، أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً .

"যে কোন মু'মিনকে খুশি করা। তার খিদে মিটিয়ে দিবে, তাকে কাপড় পরিয়ে দিয়ে উলঙ্গতা থেকে রক্ষা করবে, অথবা তার কোন প্রয়োজন পূরণ করবে"।

(ত্বাবারানী/আওসাত্ব ৫০৮১ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৬২১)

তেমনিভাবে নবী ﷺ আদেশ করেছেন যে, তোমাদের কেউ তার কোন মোসলমান ভাইয়ের যে কোনভাবে ফায়েদা করতে পারলে সে যেন তাই করে। রাসূল ﷺ বলেন:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ .

“তোমাদের কেউ তার কোন মোসলমান ভাইয়ের কোন ফায়েদা করতে পারলে সে যেন তাই করে”। (মুসলিম ২১৯৯)

ফায়েদার দিক তো দুনিয়াতে অনেকগুলোই। তবে যে আমল মানুষের জন্য যতো বেশি লাভজনক হবে তা আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট ততো বেশি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। তাই প্রতিটি মু’মিনের উচিৎ হবে এমন আমলের প্রতি উৎসাহিত হওয়া যার লাভ সবচেয়ে বেশি ও ব্যাপক।

ব্যাপক লাভজনক কিছু আমল

১. আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মানুষকে আহ্বান করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মানুষকে আহ্বান করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল যা অন্যের সত্যিকার ফায়েদায় আসে। আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের দিকে মানুষকে আহ্বান করা এবং তাঁর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের চিন্তা বহন করার ন্যায় ব্যাপক আমল দুনিয়াতে আর কিছুই নেই। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন আদম সন্তানদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী তথা নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদেরকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣] .

"কথায় উত্তম ওই ব্যক্তির চেয়ে আর কে হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করে এবং নিজেও নেক আমল করে উপরন্তু বলে, নিশ্চয়ই আমি মোসলমান তথা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগতদেরই এক জন"। (ফুস্সিলাতঃ ৩৩)

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করা মানে, আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্দেরকে তাঁর আনুগত্যের দিকে ডাকা। আর নেক আমল করা মানে, সে নিজেও হিদায়াতপ্রাপ্ত। সে যা মুখে বলে তাই কাজে পরিণত করে। তথা এর ফায়েদা তার উপর সীমিত এবং অন্যদের ব্যাপারে ব্যাপকও বটে। মানে, দু'টোই। সে এমন নয় যে, অন্যকে সে ভালো কাজের আদেশ করে; অথচ সে নিজেই তা পালন করে না। তেমনিভাবে সে এমনও নয় যে, অন্যকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে; অথচ সে নিজেই তা করে। বরং সে নিজেও ভালো কাজ করে এবং সে নিজেও খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে। উপরন্তু সে মানুষকে তার স্রষ্টার দিকে ডাকে। অতএব, এ আয়াতটি এমন সবার জন্য যারা অন্যকেও কল্যাণের দিকে ডাকে এবং নিজেও হিদায়াতপ্রাপ্ত। (ইব্নু কাসীর/তাফসীরঃ ৭/১৭৯)

তা হলে বুঝা গেলো, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আহ্বানকারিগণ এ ব্যাপারে এতটুকুও রাজি নন যে, তাঁরা অন্যকে ডুবন্ত অবস্থায় দেখবেন; অথচ তাঁরা তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন না। তাঁরা এতটুকুও রাজি নন যে, মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে দিগ্-বিদিক অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াবে আর তাঁরা তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন না। তাঁরা জ্ঞানকে দাফন করে দেননি কিংবা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। বরং তাঁরা সর্বদা তাঁদের সকল আরাম-আয়েশ জলাঞ্জলি দিয়ে এবং সকল অলসতা ঝেড়ে-মুছে নিজেদের জীবন বাজি রেখে মানুষের নিকট ওহীর আলো বহন করে নিয়ে যান। তাঁরা মূর্খকে জ্ঞান দান করেন। আর গাফিলকে সতর্ক করেন। এমনকি তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ও ইচ্ছায় পথভ্রষ্টকে সঠিক পথ দেখান।

অতএব, অন্যদের ব্যাপক ফায়েদার সর্বশ্রেষ্ঠ দিক হলো, তাদেরকে কুফরি, বিদ্'আত ও গুনাহ্'র অন্ধকার থেকে তাওহীদ, সুন্নাত ও আনুগত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

[الأنعام: ١٢٢].

"যে ব্যক্তি একদা মৃত ছিলো অতঃপর আমি তাকে জীবিত করে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করলাম। যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে বিচরণ করতে পারছে সে কি ওই ব্যক্তির ন্যায় যে মূলতঃ অন্ধকারে নিমজ্জিত। যেখান থেকে সে আর কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না। আর এভাবেই কাফিরদের জন্য তাদের কর্মকাণ্ড চাকচিক্যময় করে দেয়া হয়েছে"। (আল-আন্'আম: ১২২)

২. মানুষকে লাভজনক জ্ঞান শিক্ষা দেয়া:

ব্যাপক ফায়েদার আরেকটি ক্ষেত্র হলো মানুষকে কল্যাণকর কিছু

শিক্ষা দেয়া তথা তাদেরকে হালাল ও হারামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। মূলতঃ মানুষকে শিক্ষা দেয়ার ফযীলত সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

মু'আয বিন আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ .

"যে ব্যক্তি কাউকে কোন লাভজনক জ্ঞান শিক্ষা দিলো তার জন্য রয়েছে আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব। তবে আমলকারীর সাওয়াব থেকে এতটুকুও কমানো হবে না"।

(ইব্নু মাজাহ্ ২৪০ আত-তারগীবু ওয়াত-তারহীব ৮০)

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

"তোমাদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই যে নিজে কুর'আন শিখে এবং অন্যকেও তা শিক্ষা দেয়"। (বুখারী ৪৭৩৯)

'হাফিয ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর "ফাত্'হুল-বারী" কিতাবে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: "কুর'আন শিখা ও শিখানোর মধ্যকার সমন্বয়কারী হলো নিজ ও অপরের পরিপূর্ণতা সাধন করা। যা সীমিত ও ব্যাপক উভয় ফায়েদাকেই শামিল করে। এ জন্যই তা সর্বশ্রেষ্ঠ। সে মূলতঃ ওদের মধ্যেই শামিল যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣] .

"কথায় উত্তম ওই ব্যক্তির চেয়ে আর কে হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করে এবং নিজেও নেক আমল করে উপরন্তু বলে, নিশ্চয়ই আমি মোসলমান তথা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগতদেরই এক জন"। (ফুস্সিলাত: ৩৩)

আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করা অনেকভাবেই হতে পারে। যার একটি হলো কুর'আন শিক্ষা দেয়া। যা মূলতঃ সেগুলোর সর্বশ্রেষ্ঠই বটে। (ফাত্'হুল-বারী: ৯/৭৬)

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ مِنَ الْـهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْـمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْـمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَـمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَـمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ .

"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন তা যমিনে বর্ষিত প্রচুর বৃষ্টির ন্যায়। যমিনের উন্নত উর্বর অংশটুকু পানি গ্রহণ করে প্রচুর ঘাস ও উদ্ভিদ জন্মায়। আর যমিনের নিচু অংশটুকু শুধু পানি ধারণ করে। তা সে চুষে নেয় না এবং ফসলও ফলায় না। তবে তা থেকে মানুষ প্রচুর উপকৃত হয়। তারা তা থেকে নিজেরা পানি পান করে এবং নিজেদের পশুগুলোকেও পানি পান করায়। উপরন্তু তারা তা দিয়ে চাষাবাদ করে। আর যমিনের সমতল অনুর্বর অংশটুকু না পানি ধরে রাখতে পারলো। না ঘাস জন্মাতে পারলো। এটি ওর দৃষ্টান্ত যে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে এবং আমার মাধ্যমে পাঠানো হিদায়াত কর্তৃক উপকৃত হয়েছে। সে নিজে শিখেছে এবং মানুষকেও শিখিয়েছে। আর ওর দৃষ্টান্ত যে এ দিকে এতটুকুও মাথা উঁচিয়ে দেখেনি। উপরন্তু আমার মাধ্যমে পাঠানো হিদায়াতও সে গ্রহণ করেনি"। (বুখারী ৭৯)

এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা এক জন আলিমের ইস্তিগ্ফারের জন্য দুনিয়ার পশুদেরকেও কাজে লাগান।

আবূ উমামাহ্ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশ্তাগণ এমনকি আকাশ ও যমিনের অধিবাসীগণ উপরন্তু গর্তের পিপীলিকা ও মাছ মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত ও তাঁর মাগফিরাতের দো'আ করে"।

(তিরমিযী ২৬৮৫ আত-তারগীবু ওয়াত-তারহীব ৮১)

আবূদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِيْ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِيْ الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِيْ الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ .

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কিছু পথ অতিক্রম করলো সে যেন জান্নাতের পথই অতিক্রম করলো। নিশ্চয়ই ফিরিশ্তাগণ এক জন শিক্ষার্থীর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের পাখাগুলো বিছিয়ে দেন। আর এক জন আলিমের জন্য আকাশ ও যমিনের অধিবাসীরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মাছগুলোও। এক জন আলিমের সম্মান ও মর্যাদা এক জন ইবাদাতকারীর উপর যেমন চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের উপর। নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম মিরাস হিসেবে রেখে যান না। বরং তাঁরা মিরাস হিসেবে রেখে যান আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে সে যেন পরিপূর্ণ একটি অংশ গ্রহণ করলো"।

(তিরমিযী ২৬৮২ সা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব: ৭০)

পশুরা কেন এক জন আলিমের জন্য ইস্তিগ্‌ফার করে?

ক. এটি মূলতঃ এক জন আলিমের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক ধরনের বিশেষ সম্মান। যেহেতু, তিনি মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত শরীয়তই শিখাচ্ছেন।

খ. এক জন আলিম মূলতঃ পশুদেরও উপকার করেন। কারণ, তিনি মানুষকে পশুর প্রতিও দয়া করতে আদেশ করেন। তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ .

"তোমরা যখন কাউকে হত্যা করো তখন তাকে সুন্দরভাবেই হত্যা করবে। আর যখন তোমরা কোন পশুকে যবাই করো তখন তাকে সুন্দরভাবেই যবাই করবে"। (মুসলিম ১৯৫৫)

মূলতঃ এক জন আলিম নিজ দায়িত্বেই পশু সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান মানুষকে জানিয়ে দেন। আর পশুর প্রতি তাঁদের এ সদাচরণ ও দয়ার দরুনই আল্লাহ্ তা'আলা পশুর অন্তরে তাঁদের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা চাওয়ার মানসিকতা ঢুকিয়ে দেন।

রাসূল ﷺ এর বাণী:

وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ .

"এক জন আলিমের সম্মান ও মর্যাদা এক জন ইবাদাতকারীর উপর যেমন চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের উপর"।

(তিরমিযী ২৬৮২ সা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব: ৭০)

ক্বাযী 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: রাসূল ﷺ উক্ত হাদীসে এক জন আলিমকে চাঁদের সাথে আর এক জন ইবাদাতকারীকে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ, এক জন ইবাদাতকারীর ইবাদাতের পরিপূর্ণতা ও আলো তাকে অতিক্রম করে আর সামনে অগ্রসর হয় না। অথচ এক জন আলিমের আলো তাঁকে অতিক্রম করে আরো দূর বহু দূর চলে যায়। (তুহ্‌ফাতুল-আহওয়াযী: ৬/৪৮১)

কোন্‌টি উত্তম? ইবাদাত করা না কি প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিখা ও শিখানোয় ব্যস্ত থাকা?

'হাফিয ইব্‌নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন: ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো এই যে, যে ইবাদাতটি ফরযে 'আইন তথা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাধ্যতামূলক তা তো অবশ্যই করতে হবে। তবে এর বাড়তি কোন কিছু করার ব্যাপারে মানুষ দু' প্রকার: যদি কারোর মাঝে বাড়তি বুঝ ও রচনা শক্তি বিদ্যমান থাকে তা হলে তার সে কাজেই ব্যস্ত হওয়া উচিত তার নফল ইবাদাত নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার চেয়ে। কারণ, তার এ রচনা কর্ম সত্যিই ব্যাপক লাভজনক। আর যে ব্যক্তি নিজের মাঝে ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রচুর ত্রুটি অনুভব করে থাকে তখন তার জন্য ইবাদাত নিয়ে ব্যস্ত থাকাই শ্রেয়। কারণ, তার জন্য উভয় কাজ করা সত্যিই কঠিন। বস্তুতঃ প্রথম ব্যক্তি যদি জ্ঞানের কাজ ছেড়ে দেয় তা হলে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানই মানুষের অজানা থেকে যাবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি শুধু জ্ঞান নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে উপরন্তু ইবাদাত ছেড়ে দেয় তা হলে তার কোনটাই হবে না। কারণ, তার দ্বারা তো প্রথমটিই হচ্ছে না। তা হলে তার দ্বারা দ্বিতীয়টি তো হওয়ারই কথা নয়। (ফাত্‌হুল-বারী: ১৩/২৬৭)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন: এক জন ই'তিকাফকারীর জন্য নিজে কুর'আন পড়া ও অন্যকে পড়ানো জায়িয। তেমনিভাবে তার জন্য নিজে জ্ঞান শিখা ও অন্যকে শিখানো জায়িয। ই'তিকাফ অবস্থায় তা করা তার জন্য মাকরূহ্‌ হবে না।

ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্‌) ও তাঁর সাথীগণ বলেন: বরং তার জন্য তা করা নফল নামাযের চেয়েও উত্তম। কারণ, জ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত হওয়া ফরযে কিফায়াহ্‌। তাই তা নফল থেকে উত্তম। উপরন্তু জ্ঞানের মাধ্যমে নামায ও অন্যান্য ইবাদাত বিশুদ্ধভাবে আদায় করা সম্ভবপর হয়। আর এর ফায়েদা তো অন্য মানুষ পর্যন্ত পৌঁছায়ই। এ দিকে এ ব্যাপারে অনকেগুলো হাদীসও রয়েছে যা নফল নামাযে ব্যস্ত হওয়ার চেয়ে জ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

শাইখ আব্দুল আযীয বিন্‌ বায (রাহিমাহুল্লাহ্‌) মাঝে মাঝে নফল রোযা না রেখে বলতেন: নফল রোযা রাখলে মানুষের প্রয়োজন মেটানা সত্যিই কষ্টকর হয়।

৩. আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করাঃ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো। আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করার সমপর্যায়ের আর কোন্ আমলটি হতে পারে? তিনি বললেন: তোমরা তা করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন: সাহাবায়ে কিরাম উক্ত প্রশ্নটি দু' বার কিংবা তিন বার করেছেন। প্রত্যেক বারই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা তা করতে পারবে না। তবে তিনি তৃতীয়বার বললেন:

مَثَلُ الْـمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْـمُجَاهِدُ إِلَى أَهْلِهِ .

"আল্লাহ্ তা'আলার পথে এক জন জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো এক জন রোযাদার ও রাত জেগে নামায পড়ুয়ার সাথে। যে পুরো রাত আল্লাহ্'র কুর'আনের আয়াতগুলো নিয়ে বিনয়ের সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি সে এক জন মুজাহিদ তার পরিবারের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত তার নামায ও রোযায় কোন ধরনের ত্রুটি ও অলসতা দেখায় না"। (বুখারী ২৬৩৫ মুসলিম ১৮৭৮)

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্'র রাসূল! কোন্ মানুষটি সর্বশ্রেষ্ঠ? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، قَالُوْا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِيْ اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ .

"যে ঈমানদার আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হয়। তাঁরা বললেন: এরপর কে? তিনি বললেন: যে ঈমানদার আল্লাহ্ভীতিকে অন্তরে পুরোপুরি ধারণ করে কোন গিরি উপত্যকায় অবস্থান করে এবং মানুষকে নিজের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখে"। (বুখারী ২৬৩৪ মুসলিম ১৮৮৮)

মানুষ থেকে দূরে অবস্থানকারী এক জন মু'মিনের চেয়ে এক জন মুজাহিদ শ্রেষ্ঠ। কারণ, সে তো প্রথমতঃ তার জীবন ও সম্পদটুকু

আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু তার জিহাদে ব্যাপক ফায়েদাও রয়েছে। কারণ, জিহাদের দরুন প্রচুর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। এর মাধ্যমে কুফর ও কাফির লাঞ্ছিত হবে। ধর্মের গণ্ডীকে রক্ষা করা যাবে। এমনকি মোসলমানদের ইজ্জতও রক্ষা পাবে। এ ছাড়াও জিহাদের আরো অন্যান্য ফায়েদা রয়েছে।

আর এ জন্যই অন্য উম্মতের উপর এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বিশেষ কারণ হলো এ উম্মত অন্য উম্মতের জন্য সব চেয়ে বেশি লাভজনক। কারণ, এ উম্মত তো অন্য উম্মতের সব চেয়ে বেশি লাভজনক কাজটিই করে থাকে। আর তা হলো অন্যকে ইসলামের পথে নিয়ে আসার বিশেষ প্রচেষ্টা। যার পরিণতিতে তারা একদা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] .

"তোমরা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত যাদের সৃষ্টিই হলো মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা অন্যকে ভালো কাজের আদেশ করবে। আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে"। (আলি-ইমরান: ১১০)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। মানুষের কল্যাণেই তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা তাদেরকে গলায় শিকল বেঁধে নিয়ে আসবে। যাতে তারা ইসলামে প্রবেশ করে। (বুখারী ৪২৮১)

ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: মোসলমানরা মানুষের জন্য সব চেয়ে বেশি লাভজনক। আর এর কারণ হলো, বস্তুতঃ তাদের দরুনই তো মানুষ ইসলামে প্রবেশ করবে। (ফাত্'হুল-বারী: ৮/২২৫)

ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) ইব্নুল-জাউযী (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: উক্ত আয়াতের অর্থ হলো, কাফিরদেরকে প্রথমতঃ

শিকলবদ্ধ করে নিয়ে আসা হবে। পরবর্তীতে যখন তারা ইসলামের বিশুদ্ধতা বুঝবে তখন তারা নিজেরাই মোসলমান হয়ে যাবে। যার পরিণতিতে তারা একদা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ফাত্‌হুল-বারী: ৬/১৪৫)

৪. আল্লাহ্'র রাস্তায় পাহারাদারি করা:

ব্যাপক লাভজনক আরেকটি দিক হলো আল্লাহ্'র রাস্তায় পাহারাদারি করা।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِيْ أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ .

"আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি রাতের সংবাদ দেবো না যা ক্বদরের রাতের চেয়েও উত্তম? কোন পাহারাদার যদি আতঙ্কগ্রস্তকোন এলাকায় পাহারাদারির কাজ করে। হয়তো বা সে আর নিজ পরিবারের নিকট ফিরে আসতে পারবে না"। ('হাকিম ২৪২৪)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ .

"দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। সেগুলোর একটি হলো যে চোখ আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে কাঁদে। আরেকটি হলো যে চোখ আল্লাহ্ তা'আলার পথে পাহারাদারি করে তার পুরো রাতটিই পার করে দেয়"। (তিরমিযী ১৬৩৯)

চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না মানে, চোখওয়ালাকে আগুন স্পর্শ করবে না। মূলতঃ এখানে শরীরের একটি অংশ উল্লেখ করে পুরো শরীরকেই বুঝানো হয়েছে।

মোসলমানদের পাহারাদারি করতে গিয়ে 'আব্বাদ্ বিন্ বিশ্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি চমৎকার ঘটনা:

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে নাজ্‌দ এলাকার দিকে বের হলাম। পথিমধ্যে আমরা এক মুশ্‌রিকদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের এক জনের স্ত্রীকে আমরা হত্যা করলাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার এ পথেই ফিরে আসছিলেন। আর ইতিমধ্যে মহিলাটির স্বামী দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ঘরে ফিরে আসলে তার স্ত্রীর ব্যাপারটি তাকে জানানো হলো। তখন সে এ ব্যাপারে কসম খেলো যে, সে কখনো এখান থেকে ফিরে যাবে না যতক্ষণ না সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন সাহাবীর রক্ত প্রবাহিত করে। আর এ দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পথিমধ্যে এক গিরি উপত্যকায় অবতরণ করে বললেন: এমন দু' জন কে আছে যারা এ রাতে আমাদেরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে পাহারা দিবে? তখন জনৈক মুহাজির ও জনৈক আন্সারী বললেন: আমরা আপনার পাহারাদারি করবো হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এরপর তাঁরা সেনাদের পেছনের এক গিরিমুখে অবস্থান নিলেন। অতঃপর আন্সারী সাহাবী মুহাজির সাহাবীকে বললেন: প্রথম রাতে তুমি পাহারা দিবে আর আমি শেষ রাতে, না হয় আমি প্রথম রাতে পাহারা দেবো আর তুমি শেষ রাতে। তুমি কোন্‌টি গ্রহণ করবে? তখন মুহাজির সাহাবী বললেন: তুমি প্রথম রাতে পাহারা দাও আর আমি শেষ রাতে। এ কথা বলে মুহাজির সাহাবী ঘুমিয়ে পড়লেন আর আন্সারী সাহাবী নামায পড়তে শুরু করলেন। যখন তিনি নামাযে একটি দীর্ঘ সূরা পড়তে শুরু করলেন তখন মহিলাটির স্বামী এসে উপস্থিত। লোকটি সাহাবীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝলো যে, ইনিই হলেন মূলতঃ সবার পাহারাদার। তাই লোকটি তাঁকে একটি তীর নিক্ষেপ করলো। অথচ সাহাবী তীরটি নিজ শরীর থেকে খুলে কোন রকম নড়াচড়া না করেই উক্ত সূরাটি পড়ছিলেন। তা পড়া বন্ধ করা তিনি মোটেই পছন্দ করেননি। এরপর লোকটি সাহাবীকে

আরেকটি তীর নিক্ষেপ করলো। অথচ সাহাবী তীরটি নিজ শরীর থেকে খুলে কোন রকম নড়াচড়া না করেই উক্ত সূরাটি পড়ছিলেন। তা পড়া বন্ধ করা তিনি মোটেই পছন্দ করেননি। এরপর লোকটি আরেকটি তীর নিক্ষেপ করলো। আর সাহাবী তীরটি নিজ শরীর থেকে খুলে রুকু' ও সাজ্‌দাহ্ করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাথীকে বললেন: উঠো, তোমার সময় হয়ে গেছে। তখন মুহাজির সাহাবীও ঘুম থেকে উঠলে মহিলাটির স্বামী তাঁদের উভয়কে দেখে পালিয়ে গেলো। সে বুঝতে পারলো যে, তার মানতটি পুরা হলো। এ দিকে আন্‌সারী সাহাবীর শরীর থেকে তীরের আঘাতের কারণে স্রোতের ন্যায় রক্ত বেরুচ্ছে। তখন তাঁর সাথী মুহাজির সাহাবী তাঁকে বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করুন! প্রথম আঘাতেই তুমি আমাকে জাগালে না কেন। তিনি বললেন: আমি একটি সূরা শুরু করেছিলাম যা পড়া বন্ধ করা আমি মোটেই পছন্দ করিনি। আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেয়ে বলছি, আমার যদি এ ভয় না হতো যে, রাসূল ﷺ আমাকে যে ঘাঁটির পাহারা দিতে বলেছেন তা আমি নষ্ট করতে বসেছি তা হলে সে আমাকে হত্যা করতো আমি তাকে হত্যা করার পূর্বে"। (আহ্‌মাদ্ ১৪৪৫১ আবূ দাউদ ১৯৩)

৫. মসজিদ নির্মাণ:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨].

"আল্লাহ্'র মসজিদের আবাদ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়িম করে, যাকাত দেয় ও আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্ত"। (তাওবাহ্: ১৮)

উসমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ

ইরশাদ করেন:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِيْ الْـجَنَّةِ .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ বানালো আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে সে ধরনের একটি ঘর বানিয়ে দিবেন"। (বুখারী ৪৩৯ মুসলিম ৫৩৩)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْـمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِـحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ .

"এক জন মু'মিনের মৃত্যুর পর যে সাওয়াব ও নেক আমল তার নিকট পৌঁছায় তা হলো যে জ্ঞান সে কাউকে শিখিয়েছে ও প্রচার করেছে। যে নেককার সন্তান সে রেখে গিয়েছে। যে কুর'আন মাজীদ সে মিরাস হিসেবে রেখে গিয়েছে। যে মসজিদ সে বানিয়েছে। যে ঘর বা হোটেল সে মুসাফিরের জন্য বানিয়েছে। যে নদী সে খনন করেছে। এমনকি যে সাদাকাহ্ সে নিজের জীবদ্দশায় ও সুস্থ অবস্থায় নিজ সম্পদ থেকে দিয়েছে তা তার নিকট মৃত্যুর পর পৌঁছাবে"।

(ইব্নু মাজাহ্ ২৩৮ সা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ৭৭)

এমনকি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে মসজিদে নাবাওয়ী তৈরিতে একে অপরের সহযোগিতা করেছেন।

বিশিষ্ট সাহাবী আবূ সা'ঈদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মসজিদে নাবাওয়ী তৈরির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: আমরা তখন একটি একটি করে পাথর খণ্ড সবাই বহন করছিলাম। আর 'আম্মার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দু'টি করে বহন করছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখে তার শরীর থেকে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন:

وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ إِلَى النَّارِ .

"'আম্মারের জন্য দুঃখ! তাকে একদা একটি বিদ্রোহী গ্রুপ হত্যা করবে। সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবে। আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে"। (বুখারী ৪৩৬)

তা শুনে 'আম্মার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: "আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফিতনা থেকে রক্ষা কামনা করছি"। (বুখারী ৪৩৬)

৬. অন্যের কল্যাণ কামনা করা:

তামীম আদ্দারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ .

"ধর্ম মানেই অন্যের কল্যাণ কামনা করা। আমরা বললাম: কার কল্যাণ? তিনি বললেন: আল্লাহ্ তা'আলার, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের। উপরন্তু মোসলমানদের নেতৃবর্গের ও সাধারণের"।

(মুসলিম ৫৫)

ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত হাদীস সেই হাদীসগুলোর একটি যেগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, এগুলো ধর্মের এক চতুর্থাংশ।

(ফাত্'হুল-বারী: ১/১৩৮)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর পুরো ইসলামই নির্ভরশীল। আর যারা এ কথা বলেছেন যে, উক্ত হাদীসটি ইসলামের এক চতুর্থাংশ তথা এ হাদীসটি সে হাদীসগুলোর একটি যে হাদীসগুলো ইসলামের সকল বিষয়ই ধারণ করে আছে তা ঠিক নয়। বরং পুরো ইসলামই উক্ত হাদীসটির উপর নির্ভরশীল। (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা/নাওয়াওয়ী: ২/৩৭)

আল্লাহ্ তা'আলার কল্যাণ কামনা মানে, তাঁকে এমন বিশেষণে বিশেষিত করা যার উপযুক্ত তিনি স্বয়ং। উপরন্তু প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁর নিকট নতি স্বীকার করা। তাঁর পছন্দের বস্তুগুলোতে

উৎসাহী হওয়া তথা তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর অপছন্দের বস্তুগুলোকে ভয় পাওয়া তথা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ করা। উপরন্তু তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য সকল প্রকারের জিহাদ তথা সার্বিক প্রচেষ্টা করা।

আল্লাহ্'র কুর'আনের কল্যাণ কামনা মানে, তা নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানো। তার অক্ষরগুলো সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করা ও লেখা। তার অর্থগুলো বুঝা ও তার সীমা-পরিসীমাগুলো রক্ষা করা। উপরন্তু তার উপর আমল করা ও বাতিলপন্থীদের বিকৃতি থেকে তাকে রক্ষা করা।

তাঁর রাসূল ﷺ **এর কল্যাণ কামনা মানে,** তাঁকে সম্মান করা এবং তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সার্বিক সহযোগিতা করা। তাঁর সুন্নাত সমূহকে নিজে শিখে ও অন্যকে শিখিয়ে সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা। তাঁর কথা ও কাজের অনুসরণ করা। উপরন্তু তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে ভালোবাসা।

মোসলমানদের নেতৃস্থানীয়দের কল্যাণ কামনা করা মানে, তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তাঁরা কখনো গাফিল হলে তাঁদেরকে তখনই সচেতন করে তোলা। তাঁরা কখনো ভুল করে বসলে তাঁদের সে শূন্যতা পুরণের চেষ্টা করা। তাঁদের ব্যাপারে মানুষের ঐক্য ধরে রাখার চেষ্টা করা। তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল অন্তরগুলোকে তাঁদের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। পরিশেষে তাঁদের সর্বোত্তম কল্যাণ হবে তাঁদেরকে সুন্দর পন্থায় কারোর প্রতি যুলুম করা থেকে দূরে রাখা।

সাধারণ মোসলমানদের কল্যাণ কামনা করা মানে, তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ দেখানো। তাদেরকে কোন ধরনের কষ্ট না দেয়া। তারা ধর্মের যে বিষয়গুলো জানে না তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়া। কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদেরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করা। তাদের দোষগুলো প্রচার না করা। তাদের শূন্যতা পূরণ করা। তাদেরকে ক্ষতিকর জিনিসগুলো থেকে দূরে রাখা ও তাদের সার্বিক কল্যাণ করার চেষ্টা করা। নিষ্ঠা ও নম্রতার মাধ্যমে

তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। তাদের প্রতি দয়া করা। তাদের বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ করা। তাদেরকে সদুপদেশ দেয়া। তাদেরকে ধোঁকা না দেয়া ও হিংসে না করা। তাদের জন্য সে কল্যাণকে পছন্দ করা যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং তাদের জন্য সে অকল্যাণকে অপছন্দ করা যা সে নিজের জন্য অপছন্দ করে। উপরন্তু তাদের সম্পদ ও ইজ্জত রক্ষা করা। এমনকি কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কোন অবস্থায় তাদের সার্বিক সহযোগিতা করা। উপরোক্ত সকল গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা। সকল নেক কাজের প্রতি তাদেরকে সাহস যোগানো। বস্তুতঃ সালাফে সালি'হীনের কেউ কেউ অন্যের কল্যাণ করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করতে এতটুকুও কোতাহী করেননি।

৭. মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ﴾ [النساء: ١١٤].

"তাদের অধিকাংশ গোপন সলা-পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে ব্যক্তি দান-খয়রাত, ভালো কাজ ও মানুষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির আদেশ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজগুলো করবে আমি তাকে অচিরেই মহা পুরস্কারে ভূষিত করবো"। (নিসা': ১১৪)

'আল্লামাহ্ সা'দি (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: মানুষের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ও আলোচনায় কোন কল্যাণ নেই। যখন তাতে কোন ফায়েদাই নেই তখন তা হয়তো বা জায়িয কোন অযথা কথা হবে কিংবা ক্ষতিকর যে কোন হারাম কথা হবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপকতা থেকে কিছু জিনিস বাইরে

রেখে দেন। তিনি বলেন: তবে যে ব্যক্তি কাউকে সাদাকা-খায়রাত তথা সম্পদ, জ্ঞান ও যে কোন ফায়েদা দেয়ার আদেশ করে। এমনকি এ সাদাকার অধীনে সীমিত ইবাদাতও রয়েছে। যেমন: "সুব্‌হানাল্লাহ্", "আল্‌হামদুলিল্লাহ্" ইত্যাদির যিকির।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ .

"প্রত্যেক তাস্‌বীহ্ তথা "সুব্‌হানাল্লাহ্" বলা সাদাকাহ্। প্রত্যেক তাক্‌বীর তথা "আল্লাহু আকবার" বলা সাদাকাহ্। প্রত্যেক তাহ্‌মীদ্ তথা "আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্" বলা সাদাকাহ্। প্রত্যেক তাহ্‌লীল তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলা সাদাকাহ্। কাউকে ভালো কাজের আদেশ করা সাদাকাহ্। কাউকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদাকাহ্। এমনকি প্রত্যেক যৌন সম্ভোগ তথা স্ত্রী সহবাস সাদাকাহ্। (মুসলিম ২৩৭৬)

উক্ত আয়াতে أَوْ مَعْرُوْفٍ বলতে কারো প্রতি দয়া ও আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে। এমনকি শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে যা সুন্দর তাকেও বুঝানো হয়েছে। যখন الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ তথা সৎ কাজের আদেশের ব্যাপারটি النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ তথা অসৎ কাজ থেকে নিষেধের ব্যাপারটির সাথে সম্পৃক্ত করা না হয় তখন সৎ কাজের আদেশ বলতে অসৎ কাজ থেকে নিষেধের ব্যাপারটিকেও বুঝানো হয়। কারণ, কাউকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও একটি ভালো কাজ। উপরন্তু খারাপ কাজগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা ছাড়া কোনভাবেই ভালো কাজের পরিপূর্ণতা আসে না। আর যদি উভয় বিষয়টি একই সাথে উল্লেখ করা হয় তখন মা'রূফ তথা ভালো কাজ বলতে আদিষ্ট

কাজ ও মুন্‌কার বলতে নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়।

উক্ত আয়াতের أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ এর মধ্যকার বিরোধ মিটানোর ব্যাপারটি দু' জন দ্বন্দ্বকারী ও বিরোধী ছাড়া হয় না। আর ঝগড়া, বিবাদ ও রাগারাগি এমন সকল অনিষ্ট ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে যা কখনো বলে শেষ করা যাবে না। এ জন্যই বিধানকর্তা মানুষের রক্ত, সম্পদ, ইজ্জত ও ধর্ম সংক্রান্ত বিরোধ সমূহ দ্রুত মিটানোর প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

"তোমরা সবাই আল্লাহ্'র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"। (আলি-'ইমরান: ১০৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].

"মু'মিনদের দু'টি দল লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দাও। এরপরও একটি দল অপরটির উপর চড়াও হলে যে দলটি চড়াও হয় তার বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করো যতক্ষণ না চড়াও হওয়া দলটি আল্লাহ্'র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি দলটি ফিরে আসে তা হলে তাদের মাঝে ইনসাফের ফায়সালা করো। তাদের উপর সুবিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন"। ('হুজুরাত: ৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨].

"মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা একটি উত্তম কাজ"। (নিসা': ১২৮)

যিনি মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করতে চেষ্টা করেন তিনি রাতভর নামায পড়ুয়া, দিনভর রোযা রাখা ও সর্বদা সাদাকাকারীর চেয়েও উত্তম। এক জন বিরোধ মীমাংসাকারীর আমল ও প্রচেষ্টাকে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই সুন্দর, সঠিক ও সার্থক করবেন।

ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা এক জন ফাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকারীর আমলকে বেঠিক ও ব্যর্থ করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴾ [يونس: ٨١] .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কাজকর্মকে সুন্দর ও সার্থক করেন না"। (ইউনুস: ৮১)

এ কাজগুলো (সাদাকা, নেকির কাজ ও মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা) যখন করা হবে তা অবশ্যই মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে। যা আয়াতের ব্যাপকতাকে বিশেষিত করার দ্বারাই বুঝা যায়। কারণ, তাতে মানুষের ব্যাপক ফায়েদা রয়েছে। তবে সাওয়াবের পরিপূর্ণতা নিয়্যাত ও নিষ্ঠার উপরই নির্ভরশীল। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতের শেষে বলেন:

﴿ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمًا ﴾ .

[النساء: ١١٤]

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজগুলো করবে আমি তাকে অচিরেই মহা পুরস্কারে ভূষিত করবো"।

[(নিসা': ১১৪) (তাইসীরুল-কারীমির-রাহ্মান: ২০২)]

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ .

"সর্বশ্রেষ্ঠ সাদাকাহ্ হলো মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করা"। ('আব্দুব্নু হুমাইদ ৩৩৫ সিলসিলাতুল-'আ'হাদীসিস্ব-স্বা'হী'হাহ্ ২৬৩৯)

আবূদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ .

"আমি কি তোমাদেরকে রোযা, নামায ও সাদাকার চেয়ে আরো শ্রেষ্ঠ কিছুর সংবাদ দেবো না? সাহাবায়ে কিরাম বললেন: অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহ্'র রাসূল! তিনি বললেন: মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করা"। (আবূ দাউদ ৪৯১৯ তিরমিযী ২৫০৯ স্বা'হী'হুল-জামি' ২৫৯৫)

এ ব্যাপারে কারোর কোন সন্দেহ নেই যে, নামায ও রোযার মর্যাদা ইসলামে অনেক বেশি। কারণ, এ দু'টি ইসলামের দু'টি রুকন বা স্তম্ভ। তবে উক্ত হাদীসে নামায ও রোযা বলতে নফল নামায ও রোযাকেই বুঝানো হয়েছে। তা হলে হাদীসের মর্ম এ দাঁড়ালো যে, মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা নফল নামায ও নফল রোযার চেয়েও উত্তম। কারণ, এ দু'টির সাওয়াব ব্যক্তির উপরই সীমিত। পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার ফায়েদা অন্যকেও শামিল করে।

সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্য নিজের সময়টুকু ব্যয় করে সে ব্যক্তি ওর চেয়েও উত্তম যে নিজের সময়টুকু নফল নামায ও নফল রোযায় ব্যয় করে।

৮. কারোর জন্য সুপারিশ ও মযলুমের সহযোগিতা করা:

এক জন মোসলমানের উচিত তার অন্য কোন মোসলমান ভাইয়ের লাভ করা কিংবা তাকে কোন ক্ষতি থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করা। আর এটি হলো নিজের সামাজিক মর্যাদাকে অন্য মোসলমানের কাজে লাগানো।

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কোন ভিক্ষুক কিংবা কেউ কোন প্রয়োজন নিয়ে আসতো তখন তিনি বলতেন:

اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِيْ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ .

"তোমরা অন্যের জন্য সুপারিশ করো তা হলে তোমাদেরকে সাওয়াব দেয়া হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যাই চান তাই ফায়সালা করবেন"। (বুখারী ১৪৩২ মুসলিম ২৬২৭)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, কোন মোসলমানের জায়িয প্রয়োজন পূরণার্থে কারোর নিকট তার জন্য সুপারিশ করা মুস্তাহাব। চাই সে সুপারিশ রাষ্ট্রপতি, গভর্ণর কিংবা যে কোন পদাধিকারী ব্যক্তির নিকট হোক না কেন। চাই সে সুপারিশ কারোর উপর থেকে কোন যুলুম প্রতিরোধ, কোন আদবমূলক শাস্তি মওকুফ কিংবা কোন দরিদ্রের দান-অনুদান ছাড়িয়ে নেয়ার ক্ষেত্রেই হোক না কেন। তবে কারোর ব্যাপারে শরীয়তের কোন দণ্ডবিধি রহিত করার জন্য সুপারিশ করা হারাম। তেমনিভাবে কোন বাতিলের পরিপূর্ণতা কিংবা কোন সত্যের প্রতিরোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সুপারিশ করা হারাম।

(মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা/নাওয়াওয়ী: ১৬/১৭৭)

উক্ত হাদীস এটাও প্রমাণ করে যে, কারোর উপকারের প্রচেষ্টাকারী সে সর্ববস্থায়ই সাওয়াব পাবে। যদিও তার চেষ্টা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হোক না কেন। (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা/ইব্নু বাত্ত্বাল: ৩/৪৩৪)

নবী ﷺ নিজেও নিজের অপূর্ব সম্মানটুকু মানুষের ফায়েদা হাসিলের ক্ষেত্রে অকাতরে ব্যয় করতেন। এমনকি তিনি তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও সুপারিশ করতেন।

বারীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) যখন স্বাধীন হয়ে গেলেন আর তাঁর স্বামী গোলাম ছিলেন তখন তিনি নিজের জন্য তাঁর স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ্ বিচ্ছেদই পছন্দ করলেন। এ দিকে তাঁর স্বামী এ জন্য খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি সত্যিই তাঁর স্ত্রী বারীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে খুবই ভালোবাসতেন। এমনকি তিনি মদীনার অলি-গলিতে বারীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর পেছনে কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে বেড়াতেন। পরিশেষে তিনি এ ব্যাপারে নবী ﷺ এর সুপারিশও কামনা করেছিলেন। যেন তিনি তাঁর

স্ত্রীকে আবারো নিজের কাছে ফিরে পান। তখন নবী ﷺ বারীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে বললেন:

لَوْ رَاجَعْتِيْهِ فَإِنَّهُ أَبُوْ وَلَدِكَ .

"তুমি যদি আবারো তার কাছে ফিরে যেতে। সে তো তোমার সন্তানেরই পিতা"। তখন বারীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনি কি আমাকে তাঁর নিকট ফিরে যাওয়ার আদেশ করছেন হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তিনি বললেন: না, আমি কেবল এক জন সুপারিশকারী মাত্র। তখন বারীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: তা হলে তার নিকট ফিরে যাওয়ার আমার কোন প্রয়োজনই নেই।

(বুখারী ৪৯৭৯)

৯. মানুষের প্রয়োজনগুলো পূরণ করা, তাদের কাজগুলো করে দেয়া এবং বিপদের সময় তাদের সহযোগিতা করা:

মানুষের খিদমাত করা ও দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও ভালো বংশের পরিচয় বহন করে। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্দের মধ্যকার দয়ালুদেরকেই দয়া করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিছু বান্দাহ্কে বিশেষভাবে নিয়ামত দিয়ে থাকেন অন্য মানুষের ফায়েদা করার জন্যই। যার পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিপদাপদ দূর করে দেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"এক জন মোসলমান অন্য মোসলমানের ভাই। তাই সে কখনো তার উপর যুলুম করবে না। তাকে কখনো কোন অনিষ্টের প্রতি ন্যস্ত

করবে না। যে ব্যক্তি তার কোন মোসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করলো আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রয়োজনও পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি তার কোন মোসলমান ভাইকে দুনিয়ার কোন বিপদ থেকে রক্ষা করলো আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকেও সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি তার কোন মোসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখলো আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটিও লুকিয়ে রাখবেন"। (বুখারী ২৪৪২ মুসলিম ২৩১০)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ .

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়ার কোন বিপদ দূর করে দিলো আল্লাহ্ তা'আলা তার কিয়ামতের দিনের বিপদগুলো দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন সমস্যায় পড়া লোকের সমস্যাটুকু সহজ করে দিলো আল্লাহ্ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্যাগুলো সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মোসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটিগুলো লুকিয়ে রাখলো আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটিগুলো লুকিয়ে রাখবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্'র সহযোগিতায় থাকেন যতক্ষণ সে তার অন্য ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণের জন্য কোন পথ পাড়ি দিলো আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময়ে তার জন্য তার জান্নাতের পথটুকু সহজ করে দিবেন"। (মুসলিম ২৬৯৯)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত হাদীসটি এমন একটি মহান হাদীস যা অনেক ধরনের জ্ঞান, সূত্র ও আদবকে শামিল করে। তেমনিভাবে তাতে রয়েছে মোসলমানদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা

এবং তাদেরকে যথা সম্ভব জ্ঞান, সম্পদ ও যে কোন ধরনের সহযোগিতা দেয়া কিংবা তাদেরকে যে কোন ধরনের কল্যাণের পরামর্শ ও নসীহত ইত্যাদির মাধ্যমে লাভবান করা। (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা/নাওয়াওয়ী: ১৭/২১)

মানুষের প্রতি দয়া ও কল্যাণ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিণতি ভালো হয় এবং সে খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়।

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

صَنَائِعُ الْـمَعْرُوْفِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِيْ الْعُمُرِ .

"ভালো কাজকর্ম মানুষকে খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করে। আর লুক্কায়িত সাদাকাহ্ প্রভুর রোষানলকে নিভিয়ে দেয়। উপরন্তু আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা মানুষের বয়স বাড়িয়ে দেয়"।

(ত্বাবারানী/আওসাত্ব: ৬/১৬৩ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ৮৯০)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্কে প্রচুর নিয়ামত দিয়ে থাকেন যখন সে তার মোসলমান ভাইয়ের স্বার্থ ও প্রয়োজন পূরণ করে। আর যদি সে তা না করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামতগুলো তার থেকে ছিনিয়ে নেন।

ইব্নু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ لله عِبَادًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِـمَنَافِعِ الْعِبَادِ، يُقِرُّهُمْ فِيْهَا مَا بَذَلُوْهَا، فَإِذَا مَنَعُوْهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ، فَحَوَّلَـهَا إِلَى غَيْرِهِمْ .

"আল্লাহ্ তা'আলার এমন কিছু বান্দাহ্ রয়েছে যাদেরকে তিনি মানুষের ফায়েদার জন্যই বিশেষ কিছু নিয়ামতে ভূষিত করেছেন। সে নিয়ামত তাদের মাঝে ততক্ষণই বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ তারা তা মানুষের ফায়েদায় বিলিয়ে দিবে। আর যখন তারা তা নিজের হাতেই

ধরে রাখতে চাইবে; কাউকে তা এতটুকুও দিতে চাইবে না তখন আল্লাহ্ তা'আলা তা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদের নিকট স্থানান্তর করবেন"। (ত্বাবারানী/আওসাত্ব: ৫/২২৮ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৬১৭)

ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেন:

مَنْ مَشَى بِحَقِّ أَخِيْهِ لِيَقْضِيَهُ فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ صَدَقَةٌ .

"যে ব্যক্তি কারোর অধিকার আদায়ের জন্য কিছুক্ষণ হলেও পায়ে হেঁটেছে তাকে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি করে সাদাকাহ্'র সাওয়াব দেয়া হবে"।

(কিতাবুল-বির্‌রি ওয়াস্স-স্বিলাহ/মার্‌ওয়াযী: ১৬৩)

সালাফে সালি'হীন কারোর প্রয়োজন পূরণ করার ব্যাপারটিকে কখনো নিজেদের কৃতিত্ব বলে মনে করতেন না। বরং তারা এটাকে ঠেকায় পড়া লোকের কৃতিত্ব বলেই মনে করতেন। কারণ, সেই তো তাঁদেরকে তা পূরণের সুযোগ করে দিয়েছে। তাই ঠেকায় পড়া লোকটি যেন তাঁদের উপর সত্যিকারার্থে দয়াই করেছে।

ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) আরো বলেন: তিন জাতীয় লোকের প্রতিদান দিয়ে কখনোই আমি সারতে পারবো না: যে আমাকে প্রথমেই সালাম দিয়েছে। যে আমাকে কোন মজলিসে বসার জন্য জায়গা করে দিয়েছে। যে আমাকে সালাম দেয়ার জন্য নিজের পা দু'টিকে ধুলায় ধুলাচ্ছন্ন করেছে। আর চতুর্থ ব্যক্তির প্রতিদান আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউই দিতে পারবে না। জিজ্ঞাসা করা হলো, লোকটি কে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি কোন বিপদে পড়ে রাতভর এ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করেছে যে, কাল ভোর হতেই সে কার কাছে গিয়ে তার এ বিপদটির কথা বলবে। অতঃপর সে আমাকেই তার প্রয়োজনটুকু পূরণের উপযুক্ত মনে করে তা আমাকেই বললো। (বায়হাক্বী/শু'আব: ৭/৪৩৬)

ফুযাইল বিন্ 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: লোকেরা আমাকে বললো: জনৈক ব্যক্তি একদা তার কোন প্রয়োজন নিয়ে অন্যের কাছে আসলে সে তাকে বললো: তুমি নিজ প্রয়োজন

পূরণের জন্য আমাকেই পছন্দ করলে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তোমার কাজের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন।

সাহিত্যালঙ্কারবিদ আবূ 'আক্বীলকে একদা বলা হলো, আপনি মারওয়ান বিন্ 'হাকামকে কেউ তাঁর নিকট কোন কিছু চাইলে তাঁকে কেমন দেখতেন? তিনি বললেন: তিনি কারোর কৃতজ্ঞতা পাওয়ার চেয়ে কাউকে কিছু দিতে বেশি উৎসাহ বোধ করতেন। তিনি ঠেকায় পড়া লোকের চেয়েও তার প্রয়োজন পূরণে বেশি উৎসাহ অনুভব করতেন।

ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর গুণাবলী বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: শাইখুল-ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ্) মানুষের প্রয়োজন পূরণে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতেন।

বস্তুতঃ হিম্মতওয়ালাদের নিকট একটি বিপদের বিষয় এও যে, ঠেকায় পড়া কোন লোক নিজ প্রয়োজন পূরণার্থে তাদের নিকট না আসা।

'হাকিম বিন্ 'হিযাম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমি সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে আমার ঘরের দরজায় ঠেকায় পড়া কোন লোককে দেখতে না পেলে আমি তা একটি মহা বিপদ বলেই মনে করি।

(সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা': ৩/৫১)

আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর সুবিধা ও ক্ষমতা দেয়ার পরও তা না করার শাস্তি:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَتَبَرَّمَ، فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ .

"আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তাঁর কোন নিয়ামত যথেষ্ট পরিমাণে দিয়ে মানুষকে তাদের প্রয়োজন পূরণার্থে তার দিকে ধাবিত করলে সে যদি তা করতে অনীহা প্রকাশ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে সে নিয়ামত ছিনিয়ে নেন"।

(ত্বাবারানী/আওসাত্ব: ৫/২২৮ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৬১৭)

হাদীসে বর্ণিত تَبَرَّمَ শব্দের মানে, সে ব্যাপারটিকে বিরক্তিকর বলে মনে করলো। (মুখ্তারুস্ব-স্বি'হাহ্: ১/২৭)

তা হলে تَبَرُّمٌ শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, কোন কিছুর প্রতি বিরক্তি, সঙ্কীর্ণতা ও ভীষণ অস্থিরতা দেখানো।

আর হাদীসের মর্মে নিহিত مُتَبَرِّمٌ ব্যক্তি বলতে এমন সকল নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যে নিয়ামতের দরুন মানুষ তার দিকে ধাবিত হয়। যেমন: আলিম, মুফতী, দা'য়ী, মুরুব্বী, গভর্ণর, বিচারক, দায়িত্বশীল, ডাক্তার, আইনজীবি, ব্যবসায়ী, ধনী ও সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন নিয়ামত দিয়েছেন যার দরুন মানুষের মাঝে তাদের বিশেষ অবস্থান ও ক্ষমতা রয়েছে কিংবা যার দরুন তারা অন্যের ফায়েদা করতে পারে।

এরা যদি মানুষের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পাওয়ার পরও তাদের প্রতি বিরক্তি ও সঙ্কীর্ণতা দেখায়, এমনকি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহঙ্কার করে কিংবা বিষাদ ও বিষণ্নতা দেখায়। উপরন্তু সে জন্য ভীষণ চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়ে তা হলে তারা অচিরেই এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কবলে পড়ে। যা উক্ত হাদীসেরই ভাষ্য।

উক্ত হাদীসের সতর্কতা নিম্নোক্ত আয়াতগুলো থেকেও বুঝা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرٗا نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلَىٰ قَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴾ [الأنفال: ٥٣] .

"আর এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে দেয়া তাঁর নিয়ামত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ"। (আন্ফাল: ৫৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ﴾ [الرعد: ١١].

"আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন সম্প্রদায়ের অকল্যাণ করতে চান তা হলে তা প্রতিরোধ করার আর কেউ নেই। উপরন্তু তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবকও নেই"। (আর-রা'দ্: ১১)

ইমাম বাগাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) প্রথম আয়াতের তাফসীরে বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতিকে দেয়া নিয়ামত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা কুফরি ও অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে। যখন তারা এমন করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দেয়া নিয়ামতটুকু তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন"। (বাগাওয়ী: ৩/৩৬৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم﴾ [محمد: ٣٨].

"আর তোমরা যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন জাতিকে নিয়ে আসবেন। তখন তারা তোমাদের মতো হবে না"। (মু'হাম্মাদ্: ৩৮)

ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সে সকল মানুষদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন যাদের হাতে রয়েছে রাজ্য, প্রশাসন ও নেতৃত্ব। অথচ তারা নিজ প্রজাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেনি। তেমনিভাবে তা সে আলিমের জন্যও ভীতি প্রদর্শন স্বরূপ যিনি তার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেন না। উপরন্তু তিনি মানুষকে কল্যাণের উপদেশও দেন না। এমন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরিবর্তে আরেক জনকে নিয়ে আসবেন। যিনি তাঁর মতো হবেন না। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সবই করতে সক্ষম। (কুরতুবি: ৫/৪০৯)

বস্তুতঃ উক্ত হাদীসটি তার সকল বর্ণনা সহ সে সকল মানুষের জন্য

উপদেশ ও সতর্ক সংকেত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বৈষয়িক ও অবৈষয়িক প্রচুর নিয়ামত দিয়েছেন। যার দরুন তারা অন্যের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। অথচ তারা তা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি মাফিক করেনি।

এ জন্যই এ জাতীয় মানুষকে অবশ্যই তিনটি জিনিস জানতে হবে। যা নিম্নরূপ:

ক. তাকে অবশ্যই এ কথা জানতে হবে যে, এ নিয়ামত, পদ, জ্ঞান ও মর্যাদা যা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দিয়েছেন তা মূলতঃ তাঁর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ। তিনি দেখেন, সে এগুলো পেয়ে সত্যিই কী করে। কারণ, দুনিয়া হলো মূলতঃ পরীক্ষার জায়গা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ۝٢ إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝٣﴾ [الإنسان: ٢ – ٣] .

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। আর এ জন্যই আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বানিয়েছি। এরপর আমি তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছে। ফলে, সে হবে হয় কৃতজ্ঞ না হয় অকৃতজ্ঞ"। (আল-ইন্সান/আদ-দাহ্র: ২-৩)

এরপর সে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। না হয় তাঁর সাথে কুফরি করবে ও তাঁর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।

খ. মানুষ যতই বড় হোক না কেন সে মূলতঃ একাই। তবে সে নিজ মোসলমান ভাইদেরকে নিয়ে অবশ্যই বেশি। সে যদি নিজ সমাজের লোকদের প্রতি সত্যিই বিরক্তি প্রকাশ করে তা হলে তা তাদের সাথে তার সুসম্পর্ক বিনাশের কারণ হবে। এমন কর্মকাণ্ড তাদেরকে তার প্রতি বিদ্বেষী করে তুলবে। যার নগদ ও বাকি ক্ষতি কারোরই অজানা নয়। উপরন্তু তা একই সময়ে এমন এক কুপ্রভাব ও প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করবে যার দরুন তার নিয়ামতটুকু চলে

যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। পরিশেষে তার শত্রুরা তা দেখে খুশি হবে।

গ. কিয়ামতের দিনের সাওয়াবের আশা করা:

নবী ﷺ যেভাবে আমাদেরকে অবহেলার দরুন নিয়ামতগুলো চলে যাওয়ার ভয় দেখিয়েছেন তেমনিভাবে তিনি মানুষের প্রয়োজন পূরণের সর্বদা যথাসাধ্য চেষ্টা করার ফযীলতও বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ .

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়ার কোন বিপদ দূর করে দিলো আল্লাহ্ তা'আলা তার কিয়ামতের দিনের কিছু বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন সমস্যায় পড়া লোকের সমস্যাটুকু সহজ করে দিলো আল্লাহ্ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্যাগুলো সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মোসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটিগুলো লুকিয়ে রাখলো আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটিগুলো লুকিয়ে রাখবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্'র সহযোগিতায় থাকেন যতক্ষণ সে তার অন্য ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে"। (মুসলিম ২৬৯৯)

জনৈক কবি বলেন:

وَأَفْضَلُ النَّاسِ مَا بَيْنَ الْوَرَى رَجُلٌ ... تُقْضَى عَلَى يَدِهِ لِلنَّاسِ حَاجَاتُ

لاَ تَمْنَعَنَّ يَدَ الْمَعْرُوْفِ عَنْ أَحَدٍ ... مَا دُمْتَ مُقْتَدِرًا فَالسَّعْدُ تَارَاتُ

وَاشْكُرْ فَضَائِلَ صُنْعِ اللهِ إِذَا جُعِلَتْ ... إِلَيْكَ لاَ لَكَ عِنْدَ النَّاسِ حَاجَاتُ

قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَمَا مَاتَتْ مَكَارِمُهُمْ ... وَعَاشَ قَوْمٌ وَهُمْ فِيْ النَّاسِ أَمْوَاتُ

"সৃষ্টির মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো সে যার হাতের উপর দিয়েই

মানুষের প্রয়োজনগুলো মেটানো হয়।

তুমি যথাসম্ভব কারোর কাছ থেকে নিজের কল্যাণের হাত গুটিয়ে নিও না। মনে করতে হবে, ভাগ্য তোমার হাতে বার বার ধরা দিচ্ছে।

তুমি এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করো যে, মানুষের প্রয়োজনগুলো তোমার কাছেই নিয়ে আসা হচ্ছে; অথচ কারোর নিকট তোমার কোন প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে না।

দুনিয়ায় এমন কিছু সম্প্রদায় আছে যারা মারা গিয়েছে ঠিকই তবে তাদের গুণাবলী ও অবদান সমূহ এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আর কিছু সম্প্রদায় এখনো বেঁচে আছে ঠিকই তবে তারা মানুষের মাঝে মৃতের ন্যায়।

এক জন বান্দাহ্'র জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন ছাড়া ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই। তাকে দেয়া নিয়ামতকে সে কোন নিয়ামতই মনে করছে না। না সে তার দরুন আল্লাহ্ তা'আলার কোন কৃতজ্ঞতা আদায় করছে। না সে তার প্রতি কোন খুশি প্রকাশ করছে। বরং সে তাকে দেয়া নিয়ামতকে ঘৃণা করছে। তার বদনাম করছে ও তাকে বিপদ বলেই ভাবছে। অথচ তাকে যে নিয়ামত দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ্ তা'আলার একটি মহান নিয়ামত।

তাই বলতে হয়, অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্'র দেয়া নিয়ামতের শত্রু। তারা জানে না যে, এগুলো আল্লাহ্'র দেয়া নিয়ামত। বরং তারা নিজেদের মূর্খতাবশত সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান কিংবা প্রতিরোধ করতে চায়। সুতরাং কতো নিয়ামত যে কারো কারোর নিকট পৌঁছাতে চায়; অথচ সে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। তেমনিভাবে কতো নিয়ামত যে তার নিকট ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে; অথচ সে মূর্খতাবশত তা দূর ও প্রতিহত করতে চায়। অতএব, নিয়ামতের বড় শত্রু মানুষ নিজেই। সে মূলতঃ নিজ শত্রুকে নিয়ে নিজের বিরুদ্ধেই নিজেই অবস্থান নিয়েছে। শত্রু তাকে দেয়া নিয়ামতের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আর সে তাতে ফুঁ দিচ্ছে। তাই সে শত্রুকে প্রথমতঃ আগুন জ্বালানোর সুযোগ দিয়েছে। অতঃপর সে তাতে ফুঁ দিয়ে তার সহযোগিতা করছে। অথচ

যখন সেই আগুন জোরে প্রজ্বলিত হয় তখন সে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। পরিশেষে সে তা থেকে বাঁচতে না পারলে নিজ ভাগ্যকেই দোষারোপ করে।

وَعَاجِزُ الرَّأْيِ مِضْيَاعٌ لِفُرْصَتِهِ حَتَّى إِذَا فَاتَ أَمْرٌ عَاتَبَ الْقَدَرَ

"কোন কাজে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম ব্যক্তি সুযোগ পেয়েও তা হারিয়ে বসে। অতঃপর যখন ব্যাপারটি একেবারেই হাত ছাড়া হয়ে যায় তখন সে তাক্বদীরকেই তিরস্কার করে।

('উয়ূনুল-আখবার/ইব্নু ক্বুতাইবাহ্: ১/১৪)

আমরা আল্লাহ্ তা'আলা নিকট কামনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের সবাইকে ভালোর পর খারাপ থেকে এবং পূর্ণতার পর ঘাটতি থেকে রক্ষা করেন।

এ জন্য আমাদের সবাইকে সময় থাকতেই নিয়ামতের পরিচর্যা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার ভয়, নেক আমল ও মানুষের খিদমতের দিকে আমাদেরকে দ্রুত ধাবিত হতে হবে। ইতিপূর্বে ভুলবশত আল্লাহ্ তা'আলা, সাধারণ মানুষ, নিজ পরিবার ও মুসলিম ভাইদের অধিকারের প্রতি যে অবহেলা দেখানো হয়েছে তা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে। সর্বদা মানুষের প্রতি অনীহা এবং অহংকার যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাথেই মানায় তা থেকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

একটি হাদীসে ক্বুদ্সীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِيْ النَّارِ .

"বড়ত্ব আমার চাদর। মহত্ত্ব আমার নিম্ন ভূষণ। যে ব্যক্তি এ দু'টির কোনটি নিয়ে আমার সাথে দ্বন্দ্ব করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো"। (আবূ দাউদ ৪০৯০ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস্ব-স্বাহী'হাহ্ ৫৪১)

নিশ্চয়ই সর্বদা একই অবস্থায় থাকা অসম্ভব। তবে উত্থান-পতনের মাঝে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। তাই এ দু'টির দ্বিতীয়টির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আর দ্বিতীয়টি নিজের গুনাহ্'র দরুনই ঘটে থাকে। আল্লাহ্

তা'আলা কখনোই বান্দাহ্'র প্রতি যুলুম করেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ﴾ [الشورى: ٣٠].

"তোমাদের উপর যে বিপদই আসুক না কেন তা অবশ্যই তোমাদের হাতেরই কামাই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেন"। (আশ-শূরা: ৩০)

আরবরা বলে থাকে,

الدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ .

"যুগ বলতেই তা মূলতঃ দু' দিনেরই সমষ্টি: এক দিন আপনার অনুকূলে। আরেক দিন আপনার প্রতিকূলে"।

এর মানে হলো, পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলারই নিয়ম হচ্ছে, কারোর জীবন কখনোই এক ধাঁচে চলতে পারে না।

জনৈক কবি বলেন:

مَا بَيْنَ غَفْوَةِ عَيْنٍ وانْتِبَاهَتِهَا يُغَيِّرُ اللهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالِ

"এক নিমিষেই তথা চোখের পাতা বন্ধ করতে ও খুলতে যতটুকু সময় লাগে এর মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করেন"।

আরেক কবি বলেন:

هَكَذَا الدَّهْرُ حَالَةٌ ثُمَّ ضِدٌّ مَا لِحَالٍ مَعَ الزَّمَانِ بَقَاءٌ

"যুগটা এভাবেই চলছে। কখনো এক অবস্থা। এরপর আবার এর বিপরীত অবস্থা। সময়ের তালে তালে কোন অবস্থাই স্থায়ী হয় না"।

এ জন্য প্রত্যেকেরই দো'আ করা উচিত, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে তাঁর ফায়সালার অনিষ্ট এবং ভালো অবস্থা থেকে খারাপ অবস্থার দিকে পরিবর্তন থেকে রক্ষা করেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ এর সার্বক্ষণিক দো'আর মধ্যে এটাও ছিলো যে, তিনি বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحْوِيْلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ .

"হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আপনার দেয়া নিয়ামত দূরীভূত হওয়া, আপনার দেয়া সুস্থতার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি ও আপনার সকল অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় কামনা করছি"। (মুসলিম ২৭৩৯)

১০. ফকির ও দরিদ্রকে সাদাকা করা দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম:

আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকাকে বিশেষভাবে লালন-পালন করে তা আরো দ্বিগুণ করে দেন এবং এরই মাধ্যমে তিনি মানুষের মর্যাদাও বাড়িয়ে দেন।

এ ব্যাপারে অনেকগুলো কুর'আনের আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

যে আয়াতগুলো সাদাকার সাওয়াব দ্বিগুণ হওয়া প্রমাণ করে তার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ [الحديد: ١٨].

"নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশী সাওয়াব এবং তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত সম্মানজনক মহা পুরস্কার"। ('হাদীদ : ১৮).

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥] .

"তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দিবে তথা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলাই কাউকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল করেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে একদা প্রত্যাবর্তিত হতে হবে"। (বাক্বারাহ্ : ২৪৫)

ইব্নুল-জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ্) সাদাকাকে ঋণ বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকাকে ঋণ বলেছেন। কারণ, এর সাওয়াব নিশ্চিত পাওয়া যাবে যেমনিভাবে কাউকে ঋণ দিলে তা পুনরায় পাওয়া যায়। (যাদুল-মাসীর: ১/২৯০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

[البقرة: ٢٦١]

"যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্য বীজ। যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে সাতটি শীষ। প্রত্যেক শীষে রয়েছে শত শস্য। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য ইচ্ছে করবেন তাকে তিনি আরো বাড়িয়ে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন মহান দাতা ও মহাজ্ঞানী"। (বাক্বারাহ্ : ২৬১-২৬২)

সাদাকার মহা পুরস্কার সংক্রান্ত কিছু হাদীস:

আবূ কাবশাহ আল-আনমারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন:

ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلاَ فَتَحَ عبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا .

"তিনটি বস্তুর উপর আমি কসম খাচ্ছি। আর আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বলবো যা তোমরা সর্বদা মুখস্থ রাখবে। তিনি বললেন: সাদাকার দরুন বান্দাহ্'র সম্পদ কমে না। কোন বান্দাহ্'র উপর যুলুম করা হলে এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্মান আরো বাড়িয়ে দিবেন। কোন বান্দাহ্ নিজের জন্য ভিক্ষার দরজা খুললে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দিবেন। অথবা তিনি এ জাতীয় কোন কথা বলেছেন"। (তিরমিযী ২৩২৫ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ১৬)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوْ فِيْ كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ .

"কেউ নিজের পবিত্র সম্পদ থেকে কোন কিছু সাদাকা করলে - আর আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র পবিত্র সম্পদই গ্রহণ করেন - আল্লাহ্ তা'আলা তা নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন। এমনকি তা যদি একটি খেজুরও হয়ে থাকে আল্লাহ্ তা'আলার হাতের তালুতে তা বড় হতে হতে একদা পাহাড় থেকেও বড় হয়ে যাবে। যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাটিকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করে তাকে বড় করে"। (মুসলিম ১০১৪)

সাদাকা সাদাকাকারীর শরীরকে হিফাযত করে তথা তাকে সকল বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে:

নিমোক্ত হাদীসটি এর প্রমাণ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ .

"তোমরা নিজেদের রোগীদেরকে সাদাকার মাধ্যমে চিকিৎসা করো"। (বায়হাক্বী: ২/১৯৩ স্বা'হী'হুল-জামি' ৩৩৫৮)

মুস্তাদরাক কিতাবের লেখক আবূ আব্দুল্লাহ্ 'হাকিমের চেহারা যখন এক বছর যাবত তাতে ঘা হয়ে পুঁজ হয়ে গিয়েছিলো তখন তিনি কিছু কল্যাণকামী মানুষের দো'আ চেয়েছিলেন। তারা তাঁর জন্য প্রচুর দো'আ করলো। উপরন্তু তিনি নিজ ঘরের দরজার সামনে একটি পানপাত্র বসিয়ে তাতে পানি ঢেলে রাখলে মানুষ তা থেকে পানি পান করে তাদের তৃষ্ণা মিটায়। এ কাজটি করার এক সপ্তাহ্'র মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সুস্থ করে দেন এবং তাঁর মুখের সকল ক্ষতগুলো চলে যায়। আর তাঁর চেহারা আগের চেয়েও আরো সুন্দর হয়ে যায়।

ব্যাপারটি মূলতঃ সে রকমই যা ইমাম মুনাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন। তিনি বলেন: বস্তুতঃ সাদাকা'র চিকিৎসার ব্যাপারটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার পর এ ব্যাপারটি নিশ্চিত হওয়া গেলো যে, রূহানী ঔষধ এতো বেশি কাজ করে যা প্রকাশ্য ঔষধ করে না। এ কথাটি যার চোখে পর্দা পড়েছে এমন লোক ছাড়া আর কেউই অস্বীকার করে না। (ফাইযুল-ক্বাদীর: ৩/৬৮৭)

শুধু এখানেই ব্যাপারটি শেষ নয়। বরং কোন কোন সালাফে সালি'হীন মনে করেন, সাদাকা সাদাকাকারীর সকল বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত দূর করে দেয় যদিও লোকটি যালিম হয়।

ইব্রাহীম আন-নাখা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: সালাফে সালি'হীন বলতেন, সাদাকা যালিম ব্যক্তিকেও সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে। (বায়হাক্বী/শু'আবুল-ঈমান ৩৫৫৯)

এ যুগের একটি বিশেষ ঘটনা যাতে সাদাকা'র আশ্চর্য ফল প্রকাশ পেয়েছে:

"আবূ সারাহ্" এক জন মিকানিক ইঞ্জিনিয়ার। তার বেতন নয় হাজার রিয়াল। তার বেতন ভালো হওয়া সত্ত্বেও সে জানে না তার বেতন কেন দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ তার একটি নিজস্ব বাড়িও রয়েছে। সে বলছে, আল্লাহ্'র কসম! আশ্চর্য ব্যাপার! আমি জানি না আমার এ পুরো বেতন কোথায় চলে যায়। আমি প্রতি মাসেই ভাবি, এ বেতন থেকে কিছু রিয়াল বাঁচিয়ে রাখবো। অথচ মাস শেষে দেখা যায়, আমার নিকট আর কিছুই নেই। পরিশেষে আমার এক বন্ধু আমার

বেতনের সামান্য একটি পরিমাণ সাদাকা'র জন্য বরাদ্দ করার পরামর্শ দিলো। এরপর আমি আমার বেতন থেকে পাঁচ শত রিয়াল সাদাকা'র জন্য বরাদ্দ করলাম। আল্লাহ্'র কসম! প্রথম মাসেই আমার দু' হাজার রিয়াল বেঁচে গেলো। অথচ আমার খরচাদি আগের মতোই চললো। তাতে কোন ধরনের পরিবর্তন আসেনি। অতঃপর আমি খুশি হয়ে সাদাকা'র জন্য পাঁচ শত রিয়ালের জায়গায় নয় শত রিয়াল বরাদ্দ করলাম। পাঁচ মাস যেতে না যেতেই খবর আসলো, অচিরেই আমার বেতন বাড়িয়ে দেয়া হবে। আল্'হাম্দুলিল্লাহ্, এটি আমার প্রভুর একান্ত অনুগ্রহ। যার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে আমি সত্যিই অক্ষম। সাদাকা'র কারণেই আমি নিজের সম্পদ, সন্তান ও সকল ব্যাপারে বরকত দেখতে পাচ্ছি। আমি বলছি, আপনারাও ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অচিরেই আপনারা আমি যা বলছি তার চেয়েও বেশি বরকত পাবেন ইন্শাআল্লাহ্।

মূলতঃ সাদাকা'র আশ্চর্য ঘটনাবলী বলে এখানে শেষ করা যাবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যিই বলেছেন,

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ .

"সাদাকার দরুন বান্দাহ্'র সম্পদ কমে না"।

(তিরমিযী ২৩২৫ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ৮৫৮)

বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাতে এমন বরকত ঢেলে দিবেন যা প্রকাশ্য ঘাটতিকে অবশ্যই পূরণ করে দিবে।

১১. উত্তম ঋণ ও সঙ্কটে পড়া ব্যক্তিকে কিছু সময় আরো বাড়িয়ে দেয়াঃ

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"কোন মোসলমান অন্য কোন মোসলমানকে দু' বার ঋণ দিলে তা এক বার সাদাকা করার ন্যায়"।

(ইব্নু মাজাহ্ ২৪৩০ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ৯০১)

‘হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

تَلَقَّتِ الْـمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوْا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْـخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ، قَالُوْا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِيْ أَنْ يُنْظِرُوْا الْـمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوْا عَنِ الْـمُوْسِرِ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوْا عَنْهُ .

“ফিরিশ্তাগণ পূর্ববর্তী উম্মতের জনৈক ব্যক্তির রূহ্ গ্রহণ করার পর তাকে বললো: তুমি কি ইতিপূর্বে কোন কল্যাণের কাজ করেছো? সে বললো: না। ফিরিশ্তাগণ বললেন: আরেকটু স্মরণ করো। সে বললো: আমি মানুষকে ঋণ দিতাম। আর আমার কর্মচারীদেরকে বলতাম: সঙ্কটে পড়া লোককে সময় বাড়িয়ে দিবে। আর সচ্ছল ব্যক্তির সাথে সহজ আচরণ করবে। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা ফিরিশ্তাগণকে বলেন: তোমরাও তার সাথে সহজ আচরণ করো”। (মুসলিম ১৫৬০)

১২. কাউকে খানা খাওয়ানো:

‘আব্দুল্লাহ্ বিন্ ‘আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলো, ইসলামের কোন্ কাজটি সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন:

تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَـمْ تَعْرِفْ .

“মানুষকে খানা খাওয়াবে। আর পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে”। (বুখারী ১২ মুসলিম ৩৯)

‘আব্দুল্লাহ্ বিন্ সালাম (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আসলেন তখন মানুষজন তাঁর দিকে দৌড়ে গেলো। বলা হলো: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসেছেন। তখন আমিও মানুষের সাথে আসলাম তাঁকে এক নজর দেখার জন্য। যখন আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা ভালোভাবে দেখলাম তখন আমার মনে হলো, তাঁর চেহারা কখনো এক জন মিথ্যুকের চেহারা

হতে পারে না। তিনি সর্ব প্রথম যে কথাটি বললেন তা হলো,

أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوْا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ .

"হে মানুষ! তোমরা সালামের প্রচার ও প্রসার করো। মানুষকে খানা খাওয়াও। আর মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়ো তা হলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে ঢুকতে পারবে"।

(তিরমিযী ২৪৮৫ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ৯৪৯)

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

فُكُّوْا الْعَانِيَ يَعْنِيْ الْأَسِيْرَ، وَأَطْعِمُوْا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ .

"তোমরা বন্দীকে ছেড়ে দাও। ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াও। আর সময়ে সময়ে রোগীর খবারাখবর নাও"। (বুখারী ২৮৮১)

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوْا فِيْ الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِيْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُمْ .

"যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন আশ্'আরীদের খাদ্য শেষ হয়ে যেতো অথবা মদীনায় তাদের পরিবারগুলোর খাদ্য কমে যেতো তখন তারা নিজেদের কাছে থাকা সকল খাদ্য একটি কাপড়ে একত্রিত করে একটি পানপাত্র দিয়ে নিজেদের মাঝে তা সমানভাবে বন্টন করে নিতো। তারা আমার, আমিও তাদের"। (বুখারী ২৩৫৪)

إِذَا أَرْمَلُوْا মানে, তাদের খাদ্য শেষ হয়ে যেতো। তা رَمَلٌ শব্দ থেকে নির্গত। যেন তাদের খাদ্যের স্বল্পতার দরুন তাদের শরীরগুলো

বালির সাথে লেগে গিয়েছে।

উক্ত হাদীসে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও তাকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার ফযীলত এবং সফরে ও নিজ এলাকায় থাকাবস্থায় খাদ্যের স্বল্পতার দরুন পরস্পরের খাদ্যদ্রব্য একত্রিত ও মিশ্রিত করা মুস্তাহাব হওয়াই প্রমাণ করে। (ফাত্‌হুল-বারী: ৫/১৩০)

১৩. এতীমদের প্রতি দয়া করা:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ﴾ [النساء: ٣٦] .

"তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদাত করো। তাঁর সাথে কখনো কোন কিছুকে শরীক করো না। উপরন্তু তোমরা নিজেদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে ভালো ব্যবহার করো"। (নিসা': ৩৬)

এতীমের লালন-পালনকারী ও নবী ﷺ একই সাথে জান্নাতে থাকবেন:

সাহ্‌ল বিন্ সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِيْ الْـجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى .

"আমি ও এতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো। এ কথা বলার সময় তিনি নিজ শাহাদাত ও মধ্যমাঙ্গুলি একত্রিত করে সবাইকে দেখালেন"। (বুখারী ৪৯৯৮)

ইব্‌নু বাত্ত্বাল (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: প্রতিটি মু'মিনের উচিত, যে উক্ত হাদীসটি শুনেছে তার উপর আমল করায় উৎসাহী হওয়া যাতে সে জান্নাতে আমাদের নবী ﷺ এবং অন্যান্য নবী ও রাসূলগণের সাথী হতে পারে। (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা/ইব্‌নু বাত্ত্বাল: ৯/২১৭)

আল্লাহ্ তা'আলা একদা এতীমদের সাথে ভালো ব্যবহারের

ব্যাপারে বানী ইসরাঈল তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের থেকেও শপথ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ ﴾ [البقرة: ٨٣] .

"আর স্মরণ করো তখনকার কথা যখন আমি বানী ইসরাঈলদের থেকে এ মর্মে শপথ নিয়েছিলাম যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করো না। উপরন্তু তোমরা নিজেদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে ভালো ব্যবহার করো"। (বাক্বারাহ: ৮৩)

আর আমরা তো তাদের চেয়েও এ বৈশিষ্ট্যের বেশি হকদার।

যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে নরম ও তার সকল প্রয়োজন পূরণ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন এতীমের উপর দয়া করে, তার মাথা মুছে দেয় এবং তাকে নিজ খাদ্য থেকে খাওয়ায়।

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে তার অন্তরের কাঠিন্যের কথা জানালে তিনি তাকে বললেন:

أَتُحِبُّ أَنْ يَلِيْنَ قَلْبُكَ، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ، ارْحَمِ الْيَتِيْمَ وامْسَحْ رَأْسَهُ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِيْنُ قَلْبُكَ وَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ .

"তুমি কি চাও তোমার অন্তর নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজনগুলো পূরণ হোক তা হলে এতীমকে দয়া করো, তার মাথা মুছে দাও এবং তাকে নিজ খাবার থেকে কিছু খাওয়াও। তখন তোমার অন্তর নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজনগুলোও পূরণ হবে"।

(আব্দুর-রায্যাক: ১১/৯৭ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৫৪৪)

জনৈক সালাফে সালিহ্ বলেন: আমি শুরুতে পাপ ও মদ পানে ডুবা ছিলাম। একদা আমি জনৈক দরিদ্র এতীম বাচ্চাকে পেয়ে তাকে আমার সাথে নিয়ে গিয়ে তার উপর বিশেষভাবে দয়া করলাম। তাকে

খাওয়ালাম ও কাপড় পরালাম এবং তাকে গোসলখানায় ঢুকিয়ে তার শরীরের ময়লাগুলো পরিষ্কার করে দিলাম। তাকে সেভাবেই স্নেহ করলাম যেভাবে এক জন পিতা তার সন্তানকে স্নেহ করে। বরং তার চেয়েও বেশি। এরপর আমি রাত্রি বেলায় স্বপ্নে দেখলাম, কিয়ামত কায়িম হয়ে গেলো। আমাকে হিসাবের জন্য ডাকা হলো। অতঃপর আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হলো। কারণ, আমি তো ছিলাম এক জন পাপী। তাই জাহান্নামের ফিরিশ্‌তাগণ আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানতে শুরু করলেন। আর আমি তো তাঁদের হাতে এক জন হীন ও লাঞ্ছিত মানুষ। তাঁরা আমাকে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চললেন। হঠাৎ দেখলাম, এতীম ছেলেটি আমাদের পথে দাঁড়িয়ে গেলো। সে বললো: হে আমার প্রভুর ফিরিশ্‌তাগণ! আপনারা তাকে ছেড়ে দিন। আমি তার জন্য আমার প্রভুর নিকট সুপারিশ করবো। সে আমাকে একদা দয়া ও সম্মানিত করেছে। ফিরিশ্‌তাগণ বললেন: আমাদেরকে এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি। আর ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ডাক এলো। তিনি বললেন: তাকে ছেড়ে দাও। আমি এ এতীমের সুপারিশ ও তার প্রতি দয়ার দরুন তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আমি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাওবা করলাম এবং এতীমদেরকে দয়া করার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। (আল-কাবায়ির: ৬৫)

১৪. বিধাব ও দরিদ্রদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ .

"বিধবা ও মিসকীনদের ভরণপোষণকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারী অথবা পুরো রাত নামায পড়ুয়া ও দিনের বেলায়

রোযাদারের ন্যায়”। (বুখারী ৫০৩৮)

السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمِلَةِ এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: السَّاعِيْ মানে, তাদের ভরণপোষণের জন্য যে ব্যক্তি নিরলস কামাই ও কাজ করে যাচ্ছে। الْأَرْمِلَةِ মানে, যার স্বামী নেই। ইতিপূর্বে তার বিবাহ্ হোক বা নাই হোক। কারো কারোর মতে, যে মহিলাকে তার স্বামী পরিত্যাগ করেছে।

ইব্নু ক্বুতাইবাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এ জাতীয় মহিলাদেরকে أَرْمَلَةٌ বলা হয়। কারণ, তাদের স্বামী না থাকার দরুন একদা তাদেরকে إِرْمَالٌ তথা দারিদ্র ও সম্বলহীনতা পেয়ে বসে।

وَالْمِسْكِيْنِ মানে, যার নিকট জীবন পরিচালনার জন্য কোন কিছুই নেই। কারো কারোর মতে, যার নিকট জীবন পরিচালনার জন্য সামান্য কিছু রয়েছে। কখনো কখনো দুর্বলকেও মিসকীন বলা হয়। এ দিকে ফকীর শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে কারো কারোর নিকট ফকীর মানে, যার নিকট কিছু রয়েছে।

كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ মানে, যে তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, তাদের খরচাদি চালাবে ও তাদের সকল বিষয়াদি দেখবে তার সাওয়াব এক জন আল্লাহ্ তা‘আলার পথে জিহাদকারীর সমান। কারণ, মাল তো জানের সহোদর। তাই সম্পদ ব্যয়ে মনের বিরোধিতা ও আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা/নাওয়াওয়ী: ১৮/১১২)

১৫. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করা:

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [النساء: ٣٦].

“তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদাত করো। তাঁর সাথে

কখনো কোন কিছুকে শরীক করো না। উপরন্তু তোমরা নিজেদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী ও মুসাফিরদের সাথে ভালো ব্যবহার করো"। (নিসা': ৩৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিবেশীর অধিকারকে তাঁর অধিকার তথা তাঁর ইবাদাত এবং মাতা-পিতা, এতীম ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহারের সাথেই উল্লেখ করেছেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

"জিব্রীল ﷺ বার বার আমাকে প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহারের ওসিয়ত করছিলেন। যা দেখে আমার ধারণা হলো, নিশ্চয়ই অচিরেই এক জন প্রতিবেশীকে তার প্রতিবেশীর ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হবে"। (বুখারী ৫৬৬৯ মুসলিম ২৬২৫)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে"। (বুখারী ৫৬৭৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করে"। (মুসলিম ৪৭)

সা'ঈদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) আবূ শুরাইহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، قِيْلَ: وَمَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

"আল্লাহ্ তা'আলার কসম! সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্ তা'আলার

কসম! সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্ তা'আলার কসম! সে ঈমানদার নয়, জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্'র রাসূল! সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়"। (বুখারী ৫৬৭০ মুসলিম ৪৬)

بَائِقَةٌ মানে, যুলুম, অকল্যাণ ও সকল ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড।

প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করা মানে, বিপদের সময় তাকে সান্ত্বনা দেয়া, খুশির সময় তাকে সম্ভাষণ করা, রোগের সময় তার খবারাখবর নেয়া, তাকে দেখলেই সালাম দেয়া, তার সাক্ষাতে হাস্যোজ্জ্বল থাকা, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণের পথ দেখানো ইত্যাদি।

মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর ঘরে একটি ছাগল যবাই করা হলে তিনি বললেন: তোমরা কি আমার ইহুদি প্রতিবেশীকে কিছু হাদিয়া দিয়েছো? তোমরা কি আমার ইহুদি প্রতিবেশীকে কিছু হাদিয়া দিয়েছো? আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

"জিব্রীল عليه السلام বার বার আমাকে প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহারের ওসিয়ত করছিলেন। যা দেখে আমার ধারণা হলো, নিশ্চয়ই অচিরেই এক জন প্রতিবেশীকে তার প্রতিবেশীর ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হবে"।

(আবূ দাউদ ৫১৫২ তিরমিযী ১৯৪৩ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৫৭৪)

১৬. স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ করা:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ .

"একটি দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) তুমি আল্লাহ্'র রাস্তায় খরচ করলে, আরেকটি দীনার তুমি কোন গোলাম স্বাধীন করতে খরচ করলে, আরেকটি দীনার তুমি কোন মিসকীনকে সাদাকা করলে, আরেকটি

দীনার তুমি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে। এগুলোর মধ্যকার যে দীনার সাদাকায় সবচেয়ে বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে তা হলো যা তুমি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে"। (মুসলিম ৯৯৫)

কা'ব্ বিন্ 'উজ্‌রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাশ দিয়ে যেতেই সাহাবায়ে কিরাম তার প্রচুর সক্ষমতা ও কর্মতৎপরতা দেখে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! যদি এর এ সক্ষমতা ও কর্মতৎপরতাটুকু আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করা হতো তা হলে কতোই না ভালো হতো। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيْرَيْنِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ.

"যদি সে নিজ ছোট বাচ্চাদের ভরণপোষণের জন্য কামাই করতে বের হয়ে থাকে তা হলে সে আল্লাহ্ তা'আলার পথেই রয়েছে। আর যদি সে নিজ বয়স্ক ও বৃদ্ধ মাতা-পিতার ভরণপোষণের জন্য কামাই করতে বের হয়ে থাকে তা হলেও সে আল্লাহ্ তা'আলার পথেই রয়েছে। আর যদি সে নিজের ভরণপোষণের জন্য কামাই করতে বের হয়ে থাকে যাতে তাকে অন্য কারোর নিকট হাত পাততে না হয় তা হলেও সে আল্লাহ্ তা'আলার পথেই রয়েছে। আর যদি সে মানুষকে নিজের অহঙ্কার ও গর্ব দেখানোর জন্য বের হয়ে থাকে তা হলে সে সত্যিই শয়তানের পথে রয়েছে"।

(ত্বাবারানী: ৭/৫৬ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ১৬৯২)

১৭. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيْعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ

قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكِ لَكِ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾ ﴾ [محمد: ٢٢ – ٢٤].

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন সৃষ্টিকুল সৃজন করে শেষ করলেন তখন আত্মীয়তার বন্ধন দাঁড়িয়ে বললো: এটিই হলো সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: হ্যাঁ, ঠিকই। তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, আমি ওর সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং আমি ওর সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে। তখন সে বললো: আমি এ কথায় অবশ্যই রাজি আছি হে আমার প্রভু! তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: তা হলে তোমার জন্য তাই হোক। এরপর রাসূল ﷺ বলেন: তোমাদের মনে চাইলে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়তে পারো যার মর্মার্থ হলো, "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। তারা কি কুর'আন নিয়ে এতটুকুও চিন্তা করে না। না কি তাদের অন্তরের উপর তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে"। (মুহাম্মাদ : ২২-২৪)

'আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

قَالَ اللهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ، شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِيْ، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ.

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমি রহমান। আর আত্মীয়তার বন্ধনের নাম হলো রাহিম্। আমি নিজের নাম থেকেই আত্মীয়তার বন্ধনের নাম নির্গত করেছি। যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে আমিও তার

সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবো। আর যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো"।

(আবূ দাউদ ১৬৯৪ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৫২৮)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা মানে, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি যথাসাধ্য দয়া করা। আর তা যিনি দয়া করছেন ও যার প্রতি দয়া করা হচ্ছে তাদের উভয়ের অবস্থার ভিত্তিতেই সম্পাদিত হবে। কখনো তা সম্পদের মাধ্যমে হতে পারে। আবার কখনো তা শারীরিক খিদমাতের মাধ্যমে। আবার কখনো তা সাক্ষাত ও সালাম ইত্যাদির মাধ্যমে। (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা/নাওয়াওয়ী: ২/২০১)

১৮. গরীব-দুঃখীদের খবরাখবর নেয়া:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

"এটি ওই অভাবগ্রস্তদেরই প্রাপ্য যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে আটকে আছে। রিযিকের অনুসন্ধানে দেশময় ঘুরে বেড়ানোর যাদের কোন সুযোগ নেই। ভিক্ষাবৃত্তি না করার দরুন মূর্খরা যাদেরকে ধনী মনে করে। তুমি তাদের চেহারা দেখেই তাদেরকে চিনতে পারবে। যারা মানুষের কাছে বার বার ভিক্ষার হাত বাড়ায় না। আর তোমরা নিজেদের সম্পদ থেকে যা কিছু ব্যয় করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যাপারে সুপরিজ্ঞাত"। (আল-বাক্বারাহ্: ২৭৩)

আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে এ সংবাদ দিলেন যে, সমাজে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা অন্যের সহযোগিতার একান্ত মুখাপেক্ষী। তবে তাদের মর্যাদাপূর্ণ অন্তর কারোর নিকট কিছু চাওয়া কখনোই মেনে নিতে

পারেনি। এ জন্য সর্ব যুগের নেককাররা সর্বদা তাদের খবরাখবর নিতেন। এ দিকে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ ও আমাদেরকে নিজ প্রতিবেশীর সাথে এমন আচরণ করারই আদেশ করেছেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ .

"সে মু'মিন নয় যে পেট পুরে খায়; অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত"। ('হাকিম ২১৬৬ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৫২৮)

এমনো হয়েছে যে, কিছু হাদিয়া জনৈক সাহাবীর নিকট এসেছে। আর তিনি তা তাঁর প্রতিবেশীর নিকট পাঠিয়েছেন। তিনিও তার প্রতিবেশীর নিকট। এভাবে তা দশটি ঘর ঘুরে আবারো প্রথম জনের নিকট পৌঁছায়।

একদা জনৈক ব্যক্তি তার বন্ধুর বাড়িতে এসে তার দরজা নক করলে সে তার বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে তার বন্ধুকে বললো: বন্ধু! তোমার কী প্রয়োজন? সে বললো: আমার চার শত দিরহাম ঋণ প্রয়োজন। অতঃপর লোকটি তার বন্ধুকে চার শত দিরহাম ঋণ বুঝিয়ে দিয়ে নিজ ঘরে ফিরে এসে কাঁদতে লাগলে তার স্ত্রী তাকে বললো: তোমার কষ্ট লাগলে তাকে চার শত দিরহাম ঋণ দিলে কেন? সে বললো: আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আমি কেন ইতিপূর্বে তার খবরাখবর নিলাম না। যার দরুন তাকেই আমার নিকট আসতে হলো।

১৯. মানুষের চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক যে কোন বস্তু সরিয়ে দেয়া:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ .

"ঈমানের তেয়াত্তর কিংবা তেষট্টির বেশি শাখা রয়েছে। তার

মধ্যকার সর্বোত্তম শাখা হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আর তার মধ্যকার সর্বনিম্ন শাখা হলো মানুষের চলাচলের পথ থেকে যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানেরই একটি বিশেষ শাখা"। (মুসলিম ৩৫)

আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِيْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَدْتُ فِيْ مَسَاوِيْ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِيْ الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ .

"আমার নিকট আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সকল আমলই উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর আমি তাদের নেক আমলগুলোর মাঝে পেয়েছি মানুষের চলাচলের পথ থেকে যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর তাদের মন্দ কাজগুলোর মাঝে পেয়েছি মানুষের নাকের ময়লা মসজিদ থেকে না মুছে ফেলে তাতে এমনিভাবেই রেখে দেয়া"। (মুসলিম ৫৫৩)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ .

"একদা জনৈক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলো। এমতাবস্থায় সে মানুষের চলাচলের পথে একটি কাঁটাবিশিষ্ট ডাল দেখতে পেয়ে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলো। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার এ কাজের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাকে ক্ষমা করে দিলেন"। (বুখারী ৬২৪ মুসলিম ১৯১৪)

২০. এমন কাজের মাধ্যমে মানুষের উপকার করা যা সাধারণ দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও তার সাওয়াব আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অনেক বেশি:

কোন মু'মিনের উচিত হবে না, কোন ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করা। যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তা তুচ্ছই হোক না কেন।

আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ .

"তুমি কোন ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তা তোমার কোন মোসলমান ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা হোক না কেন"। (মুসলিম ২৬২৬)

কোন মোসলমান যে কোন লাভজনক কাজকে তুচ্ছ মনে করবে না। ইসলামে একটি মসজিদ পরিষ্কার করারও বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

জনৈকা মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মসজিদ পরিষ্কার করতো। একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে না দেখতে পেয়ে তার সম্পর্কে নিজ সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন: সে তো মারা গিয়েছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমরা কেন ইতিপূর্বে তার ব্যাপারে আমাকে সংবাদ দিলে না? বর্ণনাকারী বলেন: মনে হয় তাঁরা ব্যাপারটিকে তুচ্ছ মনে করছিলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে বললেন: আমাকে তার কবরটি দেখিয়ে দাও। তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মহিলাটির কবর দেখিয়ে দিলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উপর জানাযার নামায আদায় শেষে বললেন:

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ .

"নিশ্চয়ই এ কবরগুলো কবরবাসীদের জন্য অন্ধকারে ভরা। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তা তাদের জন্য আলোকিত করে দিবেন তাদের উপর আমার নামায আদায়ের দরুন"। (মুসলিম ৯৫৬)

মানুষের ফায়েদা কখনো একটি বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমেও হতে পারেঃ

মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا .

"নিশ্চয়ই তুমি যদি মানুষের দোষ-ত্রুটির পেছনে পড়ো তা হলে তুমি যেন তাদেরকে একেবারেই ধ্বংস করে দিলে কিংবা তাদেরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করলে"।

আবূদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ এটি এমন একটি কথা যা মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এরই মাধ্যমে তাকে প্রচুর লাভবান করেছেন"। (আবূ দাউদ ৪৮৮৮ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৩৪২)

'আউনুল-মা'বূদ কিতাবে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যখন তুমি তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করে জনসম্মুখে তা প্রচার করবে তখন তোমাকে দেখে তারা আর লজ্জা পাবে না। বরং তারা প্রকাশ্যে সে ধরনের অপরাধ করতে আরো উৎসাহী হবে। ('আউনুল-মা'বূদঃ ৩/১৫৯)

মানুষের ফায়েদা কখনো দো'আর মাধ্যমেও হতে পারেঃ

আবূদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ دَعَا لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

"যে ব্যক্তি তার কোন মোসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো'আ করে তখন তার প্রতি দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা বলেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি তার দো'আটুকু কবুল করুন এবং তার জন্যও সে রকম কিছু করুন"। (মুসলিম ২৭৩)

রাস্তা-ঘাটেও মানুষের ফায়েদা করার চেষ্টা করা:

বারা বিন্ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আন্সারী সাহাবীগণের একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

إِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَجْلِسُوْا فَاهْدُوْا السَّبِيْلَ، وَرُدُّوْا السَّلاَمَ، وَأَعِيْنُوْا الْـمَظْلُوْمَ .

"তোমরা যদি একান্ত রাস্তায় বসতেই চাও তা হলে পথহারাকে রাস্তা দেখাবে, মানুষের সালামের উত্তর দিবে ও মাযলুমকে সহযোগিতা করবে"। (বায়হাক্বী ৯০৮৫ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস্ব-স্বা'হী'হাহ্ ১৫৬১)

কারোর ফায়েদা করা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং যথাসাধ্য পশুদেরও ফায়েদা করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, তাদেরকে খাবার দেয়া ও পানি পান করানো এমনকি যে কোনভাবে তাদের সার্বিক আরামের ব্যবস্থা করার মাঝে এক জন মু'মিনের প্রচুর সাওয়াব রয়েছে।

২১. পশুদের প্রতি দয়া করা:

অন্যের প্রতি এক জন মোসলমানের কল্যাণকামিতা দমকা বায়ুর ন্যায় ব্যাপক হতে হবে। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টি জীব তাকে দিয়ে উপকৃত হতে হবে। এমনকি পশুরাও।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَ مِنِّيْ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِيْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ .

"একদা জনৈক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হলে সে একটি কুয়া পেয়ে তাতে নেমে মনভরে পানি পান করলো। কুয়া থেকে বের হয়ে সে দেখলো, একটি কুকুর তৃষ্ণার দরুন জিহ্বা বের করে নরম মাটি খাচ্ছে। তখন লোকটি মনে মনে বললো: এ কুকুরটিরও তৃষ্ণা লেগেছে যেমনিভাবে ইতিপূর্বে আমারও লেগেছিলো। অতঃপর সে কুয়ায় নেমে তার মোজাখানা পানি দিয়ে ভর্তি করে নিজের মুখ দিয়ে ধরে কুয়ার পাড়ে উঠে কুকুরটিকে পানি পান করালে আল্লাহ্ তা'আলা তার কৃতজ্ঞতা আদায়ার্থে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমাদের জন্য কি এ পশুগুলোর রক্ষণাবেক্ষণেও নিশ্চয়ই সাওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন: প্রতিটি তাজা প্রাণের রক্ষণাবেক্ষণে তোমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে"।

(বুখারী ২২৩৪ মুসলিম ২২৪৪)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: হাদীসে বর্ণিত প্রতিটি তাজা প্রাণে সাওয়াব আছে মানে, প্রতিটি জীবিত প্রাণীকে পানি পান ইত্যাদির মাধ্যমে দয়া করলে তাতে নিশ্চয়ই সাওয়াব রয়েছে।

(মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা/নাওয়াওয়ী: ১৪/২৪১)

কোন কোন জ্ঞানী বলেছেন: যখন আল্লাহ্ তা'আলা একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন কেউ কোন তৃষ্ণার্ত মোসলমানকে পানি পান করালে, কোন ক্ষুধার্তকে পেট ভরে খাওয়ালে কিংবা কোন উলঙ্গ ব্যক্তিকে কাপড় পরালে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবেন।

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ كَبِدٌ حَيٌّ مِنْ جِنٍّ وَلاَ إِنْسٍ وَلاَ طَائِرٍ إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"যে ব্যক্তি পানির জন্য কোন কুয়া খনন করলো আর সে পানি কোন জীবন্ত প্রাণী তথা জিন, মানুষ ও পাখী পান করলো তা হলে

আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সে জন্য সাওয়াব দিবেন"।

(ইব্নু খুযাইমাহ্: ২/২৬৯ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৭১)

'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

لَوْ عَثَرَتْ بَغْلَةٌ بِالْعِرَاقِ لَسَأَلَنِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"যদি কোন খচ্চর ইরাকের কোন রাস্তায় হোঁচট খায় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার সম্পর্কে আমাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন"। (আন্সাবুল-আশ্রাফ: ৩/৪০৯)

মৃত্যুর পরও যা বাকি থাকবে:

ক. ঈমান ও সৎকর্মশীলতা:

এক জন বান্দাহ্'র মৃত্যুর পরও তার ঈমান ও সৎকর্মশীলতার প্রভাব বাকি থাকে। তার মৃত্যুর পরও সে তা কর্তৃক লাভবান হয়। সে লাভগুলো নিম্নরূপ:

১. এক জন নেককার ব্যক্তি ফিরিশ্তা ও মু'মিনগণ এর দো'আ কর্তৃক লাভবান হন:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٩﴾ ﴾ [غافر: ٧ – ٩]

"যারা আল্লাহ্ তা'আলার 'আর্শ বহন করে আছে আর যারা আছে তার চারপাশে তারা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে ও তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে: হে

আমাদের প্রভু! আপনি নিজ রহ্মত ও জ্ঞান দিয়ে সকল কিছুকেই বেষ্টন করে আছেন। কাজেই যারা তাওবা করে ও আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদেরকে ও তাদের পিতৃপুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদির মধ্যকার যারা সৎকর্মশীল তাদেরকেও চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান। যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী মহা বিজ্ঞ। আর তাদেরকে সকল গুনাহ্ থেকে রক্ষা করুন। বস্তুতঃ যাকে আপনি সে দিন সকল গুনাহ্ থেকে রক্ষা করবেন তার উপরই তো আপনি সত্যিই দয়া করলেন। আর সেটিই হলো নিশ্চয়ই মহা সাফল্য"। (গাফির/আল-মু'মিন: ৭-৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

"এ সকল সম্পদ তাদের জন্যও যারা এদের পরে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। তারা বলে: হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। উপরন্তু কোন ঈমানদার ভাইয়ের প্রতি আমাদের অন্তরে সামান্যটুকুও হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি বড়ই করুণাময় পরম দয়ালু"। ('হাশ্র: ১০)

আর এ দিকে মোসলমানরা তো সর্বদা তাদের প্রত্যেক নামাযেই আল্লাহ্ তা'আলার সকল নেককার বান্দাহ্'র জন্য সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার দো'আ করে থাকে। তারা বলে:

السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ .

"আমাদের প্রতি ও আল্লাহ্ তা'আলার সকল নেক বান্দাহ্'র প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ষিত হোক"। (বুখারী ৭৯৭)

২. সন্তানাদির হিফাযতঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا ﴾ [الكهف: ٨٢] .

"আর ওই দেয়ালটির ব্যাপার হলো, তা ছিলো সে শহরের দু' জন এতীম বালকের। তার নিচে ছিলো তাদের জন্য এক রক্ষিত ধন। এ দিকে তাদের পিতা-মাতাও ছিলো নেককার"। (আল-কাহ্ফ: ৮২)

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত রক্ষিত ধনকে বালক দু'টোর জন্য সংরক্ষণ করেছেন তাদের পিতা-মাতার সৎকর্মশীলতার দরুনই।

(তাফসীরুস-সা'দী: ৪৮২)

খ. ভালো আদর্শঃ

জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ .

"যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভালো কোন আদর্শ চালু করলো অতঃপর তার মৃত্যুর পরও তার উপর আমল চালু থাকলো তা হলে তার জন্য ওদের সমপরিমাণই সাওয়াব লেখা হবে যারা তার মৃত্যুর পর সে অনুযায়ী আমল করেছে। তবে তাদের সাওয়াবে এতটুকুও কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন বদ রসম চালু করলো অতঃপর তার মৃত্যুর পরও তার উপর আমল চালু থাকলো তা হলে তার বিরুদ্ধে ওদের সমপরিমাণই গুনাহ্ লেখা হবে যারা তার মৃত্যুর পর সে অনুযায়ী আমল করেছে। তবে তাদের গুনাহে এতটুকুও কমতি করা হবে না"। (মুসলিম ১০১৭)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا .

"যে ব্যক্তি কাউকে হিদায়াতের দিকে ডাকলো তার ততটুকুই সাওয়াব হবে যতটুকু সাওয়াব হবে তার অনুসারীদের। তবে তাদের সাওয়াব থেকে এতটুকুও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কাউকে ভ্রষ্টতার দিকে ডাকলো তার ততটুকুই গুনাহ্ হবে যতটুকু গুনাহ্ হবে তার অনুসারীদের। তবে তাদের গুনাহ্ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না"। (মুসলিম ২৬৭৪)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত হাদীস দু'টি কোন ভালো আদর্শ চালু করা মুস্তাহাব ও কোন বদ রসম চালু করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একেবারেই সুস্পষ্ট। আর তাতে এ কথাও রয়েছে যে, কেউ কোন ভালো আদর্শ চালু করলে তার সাওয়াব ওদের সমপরিমাণই হবে যারা সে অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত আমল করবে। আর যে ব্যক্তি কোন বদ রসম চালু করলো তার গুনাহ্ ওদের সমপরিমাণই হবে যারা সে অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত আমল করবে। ঠিক তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কাউকে হিদায়াতের দিকে ডাকলো তার সাওয়াব তার অনুসারীদের সমপরিমাণই হবে। আর যে ব্যক্তি কাউকে ভ্রষ্টতার দিকে ডাকলো তার গুনাহ্ তার অনুসারীদের সমপরিমাণই হবে। চাই সে হিদায়াত ও ভ্রষ্টতা সে নিজেই শুরু করুক অথবা তার পূর্ব থেকেই তা চালু থাকুক না কেন। চাই তা কোন ধরনের শিক্ষা, ইবাদাত, আদব কিংবা অন্য কোন কিছুই হোক না কেন। চাই তা চালু করার পর তার জীবদ্দশায়ই সে অনুযায়ী আমল করা হোক কিংবা তার মৃত্যুর পর"।

(মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা/নাওয়াওয়ী: ১৬/২২৬)

তেমনিভাবে যে খারাপ কোন রসম-রেওয়াজ চালু করলো:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥] .

"যার ফলে কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের পাপের বোঝা তো পূর্ণ মাত্রায় বহন করবেই উপরন্তু ওদের পাপের বোঝাও আংশিক বহন করবে যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত পথভ্রষ্ট করেছে। হায়, তারা যা বহন করবে তা কতোই না নিকৃষ্ট"! (আন-নাহ্ল: ২৫)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ .

"কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে প্রথম আদম সন্তানের উপর তার রক্তের কিয়দংশ বর্তাবে। কারণ, সেই সর্ব প্রথম দুনিয়াতে হত্যাকাণ্ড চালু করে"। (বুখারী ৩১৫৭)

গ. লাভজনক জ্ঞান, চলমান সাদাকা ও নেককার সন্তান যে নিজ মাতা-পিতার জন্য দো'আ করবে:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ .

"যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি ক্ষেত্র থেকে তারপরও তার নিকট সাওয়াব পৌঁছায়। সেগুলো হলো, চলমান সাদাকাহ্, লাভজনক জ্ঞান ও নেককার সন্তান যে তার জন্য দো'আ করবে"। (মুসলিম ১৬৩১)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: আলিমগণ বলেছেন: হাদীসের অর্থ হলো, এক জন মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর পরপরই বন্ধ হয়ে যায়। নতুন করে আর কোন আমল করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তবে তিনটি বস্তুর মাধ্যমে তার নিকট সাওয়াব পৌঁছাবে। কারণ, সেই তো ছিলো এগুলোর হেতু। সন্তান তো তারই কামাই। তেমনিভাবে যে জ্ঞানটুকু সে শিক্ষকতা ও লেখালেখির মাধ্যমে রেখে গিয়েছে। তেমনিভাবে চলমান সাদাকাহ্ তথা ওয়াক্ফ ইত্যাদি।

উক্ত হাদীসে নেক সন্তানের আশায় বিয়ে করার ফযীলতের প্রতিও বিশেষ ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের। যা বিবাহের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

তেমনিভাবে উক্ত হাদীসে ওয়াক্ফের বিশুদ্ধতা এবং তার বিপুল সাওয়াবের প্রমাণও রয়েছে। অনুরূপভাবে তাতে জ্ঞানের ফযীলত ও তা বেশি বেশি আহরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। উপরন্তু তা শিক্ষা দান, লেখালেখি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্যদের নিকট মিরাস হিসেবে রেখে যাওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে পর্যায় ভিত্তিক সর্বাধিক লাভজনকটিকেই বেছে নিতে হবে। তেমনিভাবে তাতে রয়েছে, দো'আ ও সাদাকাহ্'র সাওয়াব সত্যিই মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছায়। এতে কোন মতভেদ নেই। তেমনিভাবে ঋণ পরিশোধও। যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা: ১১/৮৫)

ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) জ্ঞানের ফযীলতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: আমি আমার ভিন্ন একটি কিতাবে জ্ঞান ও জ্ঞানীর ফযীলত সম্পর্কে দু' শত দলীল উল্লেখ করেছি। সুতরাং কতোই না সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদার বিষয় যে, এক জন মানুষ তার জীবদ্দশায় সে তার কোন কাজে ব্যস্ত থাকলো। তেমনিভাবে সে তার কবরে হাড়গোড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করলো। অথচ এ দিকে তার নেকির আমলনামা বাড়তে থাকলো। প্রতিটি সময় তা নেক দিয়ে পরিপূর্ণ হতে থাকলো। এমন জায়গা থেকে তার নিকট নেকির কাজগুলো হাদিয়া হিসেবে যেতে

থাকলো যা সে কখনো ভাবতেও পারেনি। আল্লাহ্'র কসম! এটি একটি বিশেষ সম্মান ও গনীমত। এটি পরস্পর প্রতিযোগিতার একটি ঈর্ষনীয় বিষয়। মূলতঃ এটি আল্লাহ্'র দান। তিনি যাকে চান তাকেই দেন। আর তিনি তো সত্যিই মহা দানশীল। তাই এমন সম্মানজনক বিষয় অর্জনের জন্য সবাইকে নিজের সর্বাধিক পছন্দনীয় সম্পদ ও সময় ব্যয় করা উচিত। উপরন্তু তাকেই সর্বদা সার্বিক অগ্রাধিকার দেয়া ও তা-ই সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশা করবো, তিনি যেন তাঁর রহমতের সকল ভাণ্ডার আমাদের জন্য খুলে দেন। তেমনিভাবে তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর দয়ায় এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সম্মানের অধিকারী বানান। যাদেরকে আকাশে মহান বলে ডাকা হয়। যেমন: জনৈক মনীষী বলেছেন, যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান শিখলো এবং তার উপর আমল করলো উপরন্তু তা অন্যকে শিখালো তাকে আকাশে মহান বলে ডাকা হয়। (ত্বারীকুল-হিজরাতাইন: ৫২১)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِيْ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ .

"নিশ্চয়ই জান্নাতে জনৈক ব্যক্তির সম্মান বাড়িয়ে দেয়া হলে সে বলবে: এ সম্মান কোত্থেকে আসলো? উত্তরে বলা হবে, তোমারই সন্তান তোমার জন্য ইস্তিগ্‌ফার করেছে তাই"।

(ইব্‌নু মাজাহ্ ৩৬৬০ 'সা'হী'হুল-জামি' ১৬১৭)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ

بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ .

"নিশ্চয়ই এক জন মু'মিনের মৃত্যুর পর যে সাওয়াব ও নেক আমল তার নিকট পৌঁছায় তা হলো যে জ্ঞান সে কাউকে শিখিয়েছে ও প্রচার করেছে। যে নেককার সন্তান সে রেখে গিয়েছে। যে কুর'আন মাজীদ সে মিরাস হিসেবে রেখে গিয়েছে। যে মসজিদ সে বানিয়েছে। যে ঘর বা হোটেল সে মুসাফিরের জন্য বানিয়েছে। যে নদী সে খনন করেছে। এমনকি যে সাদাকাহ্ সে নিজের জীবদ্দশায় ও সুস্থ অবস্থায় নিজ সম্পদ থেকে দিয়েছে তা তার নিকট মৃত্যুর পর অবশ্যই পৌঁছাবে"। (ইব্নু মাজাহ্ ২২৪ সা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ৭৭)

وَنَشَرَهُ তথা জ্ঞান প্রচার শব্দটি শিক্ষা দানের চেয়েও ব্যাপক। কারণ, তা লেখালেখি এবং যে কোন বই ওয়াক্ফ করাকেও শামিল করে।

'আল্লামাহ্ সিন্দী (রাহিমাহুল্লাহ্) وَوَلَدًا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন: বস্তুতঃ নেককার সন্তানকে আমল ও শিক্ষা দানের মধ্যেই গণ্য করা উত্তম। কারণ, এক জন পিতাই তো তার সন্তানের অস্তিত্ব এবং তার সৎকর্মশীল হওয়ার একান্ত মাধ্যম। যেহেতু পিতাই তার সন্তানকে হিদায়াতের পথ দেখান। উপরন্তু কুর'আন মাজীদে সন্তানকে হুবহু পিতার আমল বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖ﴾ [هود: ٤٦] .

"নিশ্চয়ই সে তোমার বদ্ আমলই মাত্র"। (হূদ: ৪৬)

وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ মানে, সে কুর'আন মাজীদ মিরাস হিসেবে রেখে গিয়েছে। এটি ও এরপরের বিষয়গুলো মৌলিক ও বিধানগতভাবে চলমান সাদাকার অধীনেই শামিল। মূলতঃ এ হাদীসটি إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ

انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ হাদীসেরই ব্যাখ্যা।

وَرَّثَهُ মানে, সে ওয়ারিশদের জন্য কুর'আন মাজীদ মিরাস হিসেবে রেখে গিয়েছে। যদিও তা তার মালিকানাধীনই হোক না কেন। শরীয়তের অন্যান্য পুস্তকাবলীর বিধানও তাই।

أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ আলিমগণের মাদ্রাসা ও সত্যিকার নেককারদের বৈঠকখানার বিধানও তাই।

أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ মানে, মুসাফির ও অপরিচিত।

أَوْ نَهَرًا أَجْرَاهُ মানে, সে একটি নদী খনন করে তা সবার উপকারার্থে চালু করে দিয়েছে। যাতে আল্লাহ্'র তাবত সৃষ্টি লাভবান হয়।

فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ মানে, সে এ কাজগুলো এমন এক সময় করেছে যখন সে নিজেই পরিপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। সম্পদের প্রতি সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী। উপরন্তু সে তা উপভোগও করতে সক্ষম।

হাদীসে মূলতঃ এ জাতীয় সাদাকার প্রতিই মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যাতে তা শ্রেষ্ঠ সাদাকা হিসেবেই পরিগণিত হতে পারে।

রাসূল ﷺ কে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ সাদাকার সাওয়াব বেশি? তখন তিনি বললেন:

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ...

"তুমি যখন এমতাবস্থায় সাদাকা করো যে, তুমি তখন সুস্থ, ধনাকাঙ্ক্ষী তথা সাদাকা করতে তোমার মন চায় না"।

(বুখারী, হাদীস ১৪১৯ মুসলিম, হাদীস ১০৩২)

নতুবা চলমান সাদাকার জন্য এটি কোন শর্ত নয়।

(মিরক্বাতুল-মাফাতীহ্: ১/৪৪২)

আবূ উমামাহ্ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَرْبَعَةٌ تَجْرِيْ عَلَيْهِمْ أُجُوْرُهُمْ بَعْدَ الْـمَوْتِ: مُرَابِطٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُوْ لَهُ .

"চার জাতীয় মানুষের মৃত্যুর পরও তাদের সাওয়াব চালু থাকবে। তারা হলো: ক. আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ব্যক্তি। খ. যে ব্যক্তি দীর্ঘ দিন কোন আমল করার পর কোন কারণবশত তা আর করতে পারছে না তাকেও তার পূর্বের আমল অনুযায়ী সাওয়াব দেয়া হবে। গ. যে ব্যক্তি কোন কিছু সাদাকা করেছে তার সাওয়াবও ততদিন চালু থাকবে যতদিন তার সাদাকা কর্তৃক মানুষ লাভবান হতে থাকবে। ঘ. যে ব্যক্তি এমন কোন নেককার সন্তান রেখে গিয়েছে যে তার জন্য সর্বদা দো'আ করে"।

(আহ্মাদ্ ২২৩৭২ সা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ১১৪)

ঘ. মানুষের মতো মানুষ তৈরি করা:

আমি ও আপনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন কিছু মানুষ তৈরি করার যারা আমাদের চেয়েও ভালো হবে। আর এটিই হলো কুর'আনের এক বিশেষ শিক্ষা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢] .

"আমি মূসাকে ত্রিশ দিনের সময় দিয়েছিলাম। এরপর আরো দশ দিন বাড়িয়ে আমি তার জন্য নির্ধারিত সময়টুকু পরিপূর্ণ করলাম। আর এভাবেই তার প্রভুর নির্ধারিত চল্লিশ দিন পার হয়ে গেলো। এ দিকে মূসা তার ভাই হারূনকে বললো: আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের জন্য তুমি আমার প্রতিনিধি। তাদের সংশোধন করো।

কখনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করো না”। (আল-আ'রাফ: ১৪২)

একইভাবে তা রাসূল ﷺ এর সুন্নাতও বটে:

একদা জনৈকা মহিলা রাসূল ﷺ এর নিকট এসে তাঁর সাথে কোন এক বিষয়ে কথা বললে রাসূল ﷺ তাকে তা দেয়ার আদেশ করলেন। মহিলাটি বললো: আমি যদি পুনরায় এসে আপনাকে না পাই হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তখন তিনি বললেন:

إِنْ لَـمْ تَجِدِيْنِيْ فَأْتِيْ أَبَا بَكْرٍ .

“আমাকে না পেলে আবূ বকরের কাছে আসবে”। (বুখারী ৬৯২৭)

'হুমাইদী (রাহিমাহুল্লাহ্) ইব্রাহীম বিন্ সা'দ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণনা করেন: মনে হয় মহিলাটি রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর প্রতিই ইঙ্গিত করেছে।

রাসূল ﷺ মু'তার যুদ্ধে যাইদ বিন্ 'হারিসাকে আমীর বানিয়ে বললেন:

إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَعَقَدَ لَهُمْ لِوَاءً أَبْيَضَ، وَدَفَعَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

“যায়েদকে হত্যা করা হলে জা'ফরই আমীর হবে। আর জা'ফরকে হত্যা করা হলে আব্দুল্লাহ্ বিন্ রাওয়া'হাহ্ই আমীর হবে। এরপর রাসূল ﷺ তাদের জন্য একটি সাদা ঝাণ্ডা প্রস্তুত করে তা যায়েদ বিন্ 'হারিসাহ্'র হাতে তুলে দিলেন”। (বুখারী ৪০১৩)

রাসূল ﷺ যুদ্ধকালীন সময়ে এগারো জনের বেশি সাহাবীকে মদীনার দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। যাঁরা হলেন: সা'দ্ বিন্ 'উবাদাহ্, যায়েদ্ বিন্ 'হারিসাহ্, বাশীর বিন্ 'আব্দুল-মুন্যির, সিবা' আল-গিফারী, 'উসমান বিন্ 'আফ্ফান, ইব্নু উম্মি মাকতূম, আবূ যার আল-গিফারী, আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাই, নুমাইলাহ্ আল-লাইসী, কুলসূম বিন্ 'হুস্বায়্যিন ও মু'হাম্মাদ্ বিন্ মাসলামাহ্।

'আলক্বামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তিনি ইব্নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আবূ আব্দির রহ্মান! আপনার সামনে বসা এ যুবকারা কি আপনার ন্যায় কুর'আন পড়তে পারে? তিনি বললেন: আপনি চাইলে তাদের কাউকে পড়তে বলতে পারি। তিনি বললেন: হ্যাঁ, বলুন। তখন ইব্নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: হে 'আলক্বামাহ্! তুমি পড়ো। 'আলক্বামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: তখন আমি সূরা মারইয়ামের পঞ্চাশটি আয়াত পড়েছি। অতঃপর ইব্নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: কেমন লাগলো? খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: ভালোই লাগলো। তখন ইব্নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমি যাই পড়ি সেও তাই পড়ে"। (বুখারী ৪১৩০)

সীরাতবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, 'আলক্বামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর কুর'আন তিলাওয়াতের আওয়াজ খুবই সুন্দর ছিলো।

আবূ 'হামযাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা রাবাহ্ আবুল-মুসান্নাকে বললাম: আপনি কি কখনো আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দেখেছেন? তিনি বললেন: বরং আমি 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে তিন বার হজ্জ করেছি। তখন আমি এক জন সুপুরুষ। তিনি বলেন: সে সময় আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও 'আলক্বামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) মানুষদেরকে দু'টি সারিতে ভাগ করতেন। আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক জনকে পড়াতেন। আর 'আলক্বামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) আরেক জনকে পড়াতেন। যখন তাঁরা কুর'আন পড়ানো শেষ করতেন তখন তাঁরা উভয় মিলে হজ্জের নিয়ম-কানুন ও হালাল-হারামের অধ্যায়গুলো পরস্পর আলোচনা করতেন। তুমি কখনো 'আলক্বামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে দেখে থাকলে আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে না দেখলেও চলবে। কারণ, 'আলক্বামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর চাল-চলন ও আদর্শে আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মতোই ছিলেন। তুমি কখনো ইব্রাহীম আন-নাখা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) কে দেখে থাকলে 'আলক্বামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে না দেখলেও চলবে। কারণ, ইব্রাহীম আন-নাখা'য়ী

(রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর চাল-চলনে 'আলক্বামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর মতোই ছিলেন। (সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা': ৪/৫৪)

আ'মাশ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা ইব্রাহীম আন-নাখা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) আমাকে আমার যৌবন বয়সেই একটি ফরয বিষয়ের ব্যাপারে বললেন: তুমি এটি মুখস্থ করে ফেলো। তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (জামি'উ বায়ানিল-'ইল্‌মি ওয়া ফাযলিহী: ৪৮৫)

'আবূ 'হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) ও তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আবূ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ্):

ইয়া'ক্বুব বিন্ ইব্রাহীম আবূ ইউসুফ আল-ক্বাযী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: একদা আমার পিতা ইব্রাহীম বিন্ 'হাবীব (রাহিমাহুল্লাহ্) আমাকে আমার মায়ের কোলে রেখেই মৃত্যু বরণ করলেন। অতঃপর আমার মা আমাকে এক জন ধোপার কাছে হস্তান্তর করলেন তার কাজে সহযোগিতার জন্য। আমি কিন্তু ধোপাকে বাদ দিয়ে আবূ 'হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর ক্লাসে উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য শুনতাম। এ দিকে আমার মা আমার পেছনে পেছনে এসে আবূ 'হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) ক্লাসে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে আমার হাত ধরে আমাকে ধোপার নিকট নিয়ে যেতেন। আর আবূ 'হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) আমার শিখার আগ্রহ ও উপস্থিতি দেখে আমার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। যখন আমার মা বার বার এমন করতেন। আর আমিও বেশির ভাগ ধোপার কাছ থেকে পালিয়ে যেতাম। তখন তিনি বিরক্ত হয়ে আবূ 'হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে বললেন: আপনিই আমার বাচ্চাটিকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। বাচ্চাটি এতীম। তার কাছে কোন কিছুই নেই। আর আমি কাপড় বুনে তার খানার ব্যবস্থা করি। আমি আশা করছি, সে কিছু পয়সা কামাই করে তার ফায়েদা করুক। তখন আবূ 'হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) আমার মাকে বললেন: হে বোকা মহিলা! তোমার ছেলেকে বলো: সে যেন পেস্তার তেল দিয়ে ফালূযাজ (আটা ও মধু দিয়ে তৈরি এক ধরনের হালুয়া) খাওয়া শিখে। অতঃপর আমার মা তাঁর কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো: আপনি বেশি বুড়ো হওয়ার দরুন নিজের

সকল জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে বসেছেন। তাই আপনি যা তা বলছেন। এরপর থেকে আমি তাঁর কাছেই থাকতাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রচুর জ্ঞান ও সম্মান দিয়েছেন। এমনকি আমি একদা প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পেয়ে যাই। এ সুবাদে আমি বাদশাহ্ হারূনুর রশীদের সাথে উঠাবসা ও তাঁর সাথে একই দস্তরখানে খানা খেতাম। একদা হারূনুর রশীদের নিকট ফালূযাজ হালুয়া আনা হলে তিনি আমাকে বললেন: হে ইয়া'ক্বুব! ফালূযাজ খাও। প্রতি দিন তো আর আমাদের জন্য এটি বানানো হবে না। আমি বললাম: হে আমীরুল-মু'মিনীন! এটি কী? তিনি বললেন: এটি পেস্তার তেল দেয়া ফালূযাজ হালুয়া। আমি তা শুনে কিছুক্ষণ মুখ ভরে হাসলাম। তিনি আমাকে বললেন: হাসলে কেন? আমি বললাম: না, অন্য কিছু না। ভালোই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন হে আমীরুল-মু'মিনীন! তিনি বললেন: না, আমাকে অবশ্যই এর কারণ বলতে হবে। তিনি বার বার বলাতে আমি তাঁকে ঘটনাটি পুরো শুনালাম। তিনি তা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন: নিশ্চয়ই জ্ঞান মানুষকে ধর্ম ও দুনিয়ার দিক দিয়ে প্রচুর লাভবান ও সম্মানিত করে। উপরন্তু তিনি আবূ 'হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর জন্য রহমতের দো'আ করে বললেন: তিনি বিবেকের চোখ দিয়ে এমন কিছু দেখতেন যা বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখা যায় না। (তারীখু বাগদাদ: ১৪/২৫০)

এক জন আলিম নিজ ছাত্রদেরকে এমনভাবে তৈরি করবেন যেন তারা ভবিষ্যতে বড় বড় আলিম হতে পারে। আর তা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতেই সম্ভব:

এক জন আলিম তাঁর ছাত্রদেরকে সূক্ষ্ম গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করবেন। অতঃপর সে গবেষণাগুলো তাঁর উপস্থিতিতেই ছাত্রদের সামনে পড়া হবে। আর তিনি সেগুলোর উপর নিজ মতামত ব্যক্ত করবেন। যা কর্তৃক সবাই লাভবান হবে।

এক জন আলিম তাঁর ছাত্রদের সামনে যে কোন বিষয় উপস্থাপন করে সে ব্যাপারে তাদের মতামত শুনার চেষ্টা করবেন। তাদের কোন মতামতকে অবমূল্যায়ন না করে বরং তাদেরকে সে ব্যাপারে আরো

উৎসাহিত করবেন। যেমনিভাবে রাসূল ﷺ তা করতেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা নিজ সাহাবীগণকে বললেন:

أَخْبِرُوْنِيْ عَنْ شَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ... ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا هِيَ النَّخْلَةُ .

"তোমরা কি আমাকে এমন একটি গাছের কথা বলবে যার সাথে এক জন মু'মিনের তুলনা হতে পারে। অতঃপর তিনি বললেন: সেটি হলো খেজুর গাছ"। (বুখারী ২০৯৫ মুসলিম ২৮১১)

এক জন আলিম তাঁর ছাত্রদেরকে দলীল থেকে মাস্'আলাহ্ বের করা, যে কোন বিষয়ে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন পদ্ধতি, একই বিষয়ের বহু রকমের মতামত বিশ্লেষণের নিয়ম-কানুন এবং যে কোন বিষয়ের মৌলিক সূত্রগুলো বাস্তবায়ন করা শিক্ষা দিবেন।

এমনকি এক জন শিক্ষক নিজ ছাত্রদেরকে তারা জ্ঞানের বিশেষ এক পর্যায়ে পৌঁছালে তাদেরকে ছোটদের ক্লাস নেয়ার সুযোগ দিবেন। যাতে এ ব্যাপারে তাদের প্রশিক্ষণ হয়ে যায় এবং তাদের দক্ষতা প্রকাশ পায়। এরপর তারা জ্ঞানের আরেকটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছালে তাদেরকে স্বকীয়ভাবে পাঠ দানের সুযোগ দিবেন। যেমনিভাবে সালাফে সালি'হীন তাঁদের ছাত্রদেরকে ফতোয়া দেয়ার অনুমতি দিতেন। যেমন: ইমাম মালিক, শাফি'য়ী ও অন্যান্যরা।

এক জন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদেরকে তাঁর অন্ধ আনুগত্য করা কখনো শিক্ষা দিবেন না। বরং তিনি তাঁদেরকে সঠিক নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দিবেন। কারণ, জাতির জন্য এমন কিছু নেতার প্রয়োজন যারা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের নেতৃত্ব দিতে পারে। এ জন্যই পূর্ববর্তী খলীফাগণ কোন কোন যুদ্ধের নেতৃত্ব নিজের অধীনস্থদের উপর ছেড়ে দিতেন। যাতে তারা এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ পায় এবং তাদের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। যাতে তারা পরবর্তীতে সফলভাবে যে কোন যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে।

ঙ. ইসলামের ফায়েদার জন্য ওয়াক্ফ:

দুনিয়া ও আখিরাতে নেক আমল ও সাওয়াবের বৃদ্ধির জন্য

ওয়াক্ফ একটি বিশেষ মাধ্যম।

ওয়াক্ফ মানে, কোন বস্তুর মূল নিজের আওতাধীন রেখে তার ফায়েদা জনগণের মাঝে বিলিয়ে দেয়া। (আল-কাফি: ২/২৫০)

কোন জিনিসের মূল বলতে যা টিকিয়ে রেখে তা কর্তৃক লাভবান হওয়া সম্ভব এমন সব কিছুকেই বুঝানো হয়। যেমন: ঘর, দোকান, বাগান ইত্যাদি।

ওয়াক্ফের উক্ত সংজ্ঞা হাদীস সমর্থিত। নবী ﷺ একদা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ .

"মুলটা আটকে রেখে তার ফলগুলো মানুষের মাঝে বিলিয়ে দাও"। (নাসায়ী ৩৬০৪)

ওয়াক্ফ জায়িয হওয়ার প্রমাণ:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٩٢] .

"তোমরা কখনোই কল্যাণের নাগাল পাবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের প্রিয় বস্তুটি আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সাদাকা করবে। তোমরা যা কিছুই সাদাকা করো না কেন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত"। (আলি 'ইমরান: ৯২)

উক্ত আয়াতে সাদাকার কথাই বলা হয়েছে। আর ওয়াক্ফ তারই একটি ধরন মাত্র। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু ওয়াক্ফ করা মুস্তাহাব।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧] .

"হে ঈমানদারগণ তোমরা রুকূ' ও সাজদাহ্ করো। আর তোমাদের প্রভুর ইবাদাত ও কল্যাণের কাজ করো। তা হলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে"। (আল-'হাজ্জ: ৭৭)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ .

"যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি ক্ষেত্র থেকে এরপরও তার নিকট সাওয়াব পৌঁছায়। সেগুলো হলো, চলমান সাদাকাহ্, লাভজনক জ্ঞান ও নেককার সন্তান যে তার জন্য দো'আ করবে"। (মুসলিম ১৬৩১)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: সাদাকায়ে জারিয়াহ্ তথা চলমান সাদাকাহ্ মানে ওয়াক্ফ।

শরীয়তে ওয়াক্ফের অনেকগুলো মাহাত্ম্যপূর্ণ হিকমত রয়েছে যেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ওয়াক্ফকে জনমানুষের বিশেষ ও ব্যাপক স্বার্থগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থায়নের উৎস হিসেবেই ধরে নেয়া হয়। এ হিকতমতের ভিত্তিতে ওয়াক্ফকে একটি পাত্রও বলা যেতে পারে। যাতে মানুষের দান-সাদাকা জমা করা হয়। তেমনিভাবে তা একটি কুয়া সমতুল্য যা মানুষের মাঝে কল্যাণ প্রবাহিত করে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এ কল্যাণগুলো মানুষের সম্পদ থেকেই আসে। আর তা হালাল পন্থায় মানুষের পবিত্র মাল থেকেই সংগৃহীত হয়।

২. ওয়াক্ফ এমন একটি নেক কাজ যার প্রভাব সমাজের উপর অনেক বেশি। বরং তাকে অর্থায়ন ও উন্নয়নের একটি বড় সংস্থাও বলা যেতে পারে। ইসলামের এ দীর্ঘ ইতিহাসের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, জ্ঞান ও স্বাস্থ্যগত উন্নয়নের অর্থায়নের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

তেমনিভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের মসজিদ, মাদ্রাসা, লাইব্রেরী ও হাসপাতাল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও ওয়াক্‌ফের অবদান অনস্বীকার্য। উপরন্তু ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পকে গতিশীল করা এবং মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ তথা রাস্তা-ঘাট, পুল ইত্যাদি তৈরিতেও ওয়াক্‌ফের অবদান কম নয়।

৩. ওয়াক্‌ফ শার্‌'য়ী জ্ঞানের স্থায়িত্ব ও তাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও এক বিশেষ ভূমিকা রাখে। যা ইসলামী দা'ওয়াতের অতুলনীয় জ্ঞানগত আন্দোলনের একটি বিশেষ ভিত্তিও বটে। যা মূলতঃ মোসলমানদের জন্য এক প্রকাণ্ড জ্ঞানগত ফসল, ইসলামী ঐতিহ্যের এক অবিনশ্বর ভাণ্ডার এবং বড় বড় আলিমেরও যোগান দিয়েছে। যারা পুরো বিশ্বের ইতিহাসে এখনো আলো ছড়াচ্ছে।

৪. ওয়াক্‌ফ মুসলিম জাতির মাঝে একে অপরের দায়িত্বভার গ্রহণের মানসিকতা প্রতিষ্ঠা করে। তেমনিভাবে তা সামাজিক ভারসাম্য তৈরিতে বিশেষ অবদানও রাখে। কারণ, ওয়াক্‌ফ গরীবের সম্মান বাড়ায়, দুর্বলকে সবল ও অক্ষমকে সক্ষম করে তোলে।

৫. ওয়াক্‌ফ মূলতঃ জাতীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করে। কারণ, সে বস্তুতঃ জাতির প্রয়োজনগুলোরই যোগান দেয়। এমনকি তার উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাহায্য করে। আর তা জাতির উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্ত বায়ন ও জ্ঞানগত গবেষণার দ্বার উন্মোচনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

৬. ওয়াক্‌ফ মানুষের সম্পদের স্থায়িত্বের গ্যারান্টি দেয়। যা থেকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বহু প্রজন্ম লাভবান হয়। তেমনিভাবে ওয়াক্‌ফ মানুষের সম্পদকে অপচয়কারীদের হাত থেকে রক্ষা করে। উপরন্তু তাতে ওয়াক্‌ফকারীর সাওয়াব তো চলমান থাকছেই।

পরিশিষ্ট:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَثَلُ أُمَّتِيْ مَثَلُ الْـمَطَرِ؛ لاَ يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ

"আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত হলো বৃষ্টির ন্যায়। যার ব্যাপারে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, তার শুরুর অংশ ভালো না তার শেষাংশ"।

(আহ্মাদ্ ১২০৫২ তিরমিযী ২৮৬৯ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস্ব-স্বা'হী'হাহ্ ২২৮৬)

উক্ত হাদীসে বৃষ্টি শব্দটি মূলতঃ এ উম্মতের মধ্যকার লুক্কায়িত কল্যাণকেই বুঝায়। কারণ, বৃষ্টি তো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টির জন্য একটি বিরাট রহমত। যার মাধ্যমে তিনি মৃত জমিনকে জীবন ফিরিয়ে দেন।

আর সর্ব যুগে কল্যাণকামীদের হিম্মত এমনই হয়। তাঁদের কাজকর্ম পরোক্ষভাবে এটাই বুঝায় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ দুনিয়ায় তাঁর বান্দাদের মধ্যকার যাকে তিনি চান তাকে মানুষের পূজা থেকে তাদের প্রভুর ইবাদাতের দিকে এবং অন্যান্য ধর্মের যুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে তেমনিভাবে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে সম্পূর্ণরূপে বের করে নিয়ে আসার জন্যই পাঠিয়েছেন।

বৃষ্টি তো আসে মানুষের চরম নৈরাশ্য ও কঠিনতার সময়। আর এ উম্মত তো সত্যিকার দানশীল উম্মত। তারা দুনিয়ার ইতিহাসে কখনো নিরাশ, নিস্তেজ ও অবদমিত হয় না। ইসলামের এ দীর্ঘ ইতিহাসে ইসলামী ভূখণ্ডের উপর অনেক ধরনের বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ এসেছে। এমনকি বিপদাপদের কঠিন ধাক্কায় তাদের পায়ের নিচের জমিনও বার বার কেঁপে উঠেছে। তারপরও তারা প্রতিটি বড় বড় বিপদ থেকে কঠিন ঈমানী শক্তি নিয়ে বের হয়ে এসেছে। প্রতি বারই ষড়যন্ত্রকারী কাফির ও মুনাফিকরা ধারণা করেছে যে, এবার মোসলমানরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তো তাদের প্রতি তাঁর রহমতের দৃষ্টি নিবদ্ধই রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٢]

"তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্'র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা হতে দিবেন না। বরং তিনি তাঁর নূরকে পরিপূর্ণতা দিয়েই ছাড়বেন। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে"। (আত-তাওবাহ: ৩২)

যখন সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীগুলো শুনলেন:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]

"কাজেই তোমরা কল্যাণের দিকে দ্রুত ধাবিত হও"।

(আল-বাক্বারাহ: ১৪৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]

"তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রস্থ হবে আকাশ ও যমিনের সমান। যা একমাত্র আল্লাহ্ভীরুদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে"। (আলি 'ইমরান: ১৩৩)

তাঁরা উক্ত আয়াতগুলো শুনে এ কথাই বুঝেছেন যে, তাঁদের প্রত্যেককেই অবশ্যই এ পথে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যাতে তিনিই সর্ব প্রথম অন্যের আগে এ সম্মানের ভাগী হন। এ উচ্চ আসনে আসীন হন। এ জন্যই তাঁদের কেউ অন্যকে তাঁর চেয়ে বেশি আখিরাতের কাজ করতে দেখলে তিনি তাঁর সাথে এ কাজে প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁর সমপর্যায়ের হওয়ার চেষ্টা করতেন। এমনকি তাঁকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ারও। তাই তাঁদের সার্বক্ষণিক প্রতিযোগিতা ছিলো আখিরাতের পদমর্যাদা

নিয়ে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦]

"প্রতিযোগীরা মূলতঃ এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করুক"।

(আল-মুত্বাফ্ফিফীন: ২৬)

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবার জন্য লাভজনক জ্ঞান ও নেক আমলের তাওফীক কামনা করছি। পরিশেষে সকল দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মু'হাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর।

মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ

সমাপ্ত